শরৎ-শশী

নাটক।

মহাত্মা উইলিয়ম্ সেক্ষপীয়র প্রণীত

নিদাঘ নিশীথ স্বপ্ন হইতে সংগৃহীত।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক প্রণীত।

শ্রীমাণিকচন্দ্র শ্রীমানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

গোয়াবাগান ৩নং,—অরোরা প্রেসে

শ্রীতারিণীচরণ আস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৯ সাল।

অভিনয়োক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

স্থরেন্দ্রমোহন (Theseus) ... রাজা।
বিজয়মোহন (Egeus) ... জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।
শরৎচন্দ্র (Lysander) ... শশীকলার মনোনীত স্বামী।
পূর্ণচন্দ্র (Demetrius) ... বিজয়মোহনের মনোনীত জামাতা।
কালিকুমার, নগেন্দ্রনাথ } ... ... প্রতিবাসীদ্বয়।
হরিশ্চন্দ্র ... ... বিজয়মোহনের বন্ধু।
কুসুমকুমার (Oberon) ... পরীরাজ।
মীণকেতন (Puck) ... পরীরাজের প্রধান অমাত্য।

মন্ত্রী, সভাসদ্‌গণ, পারিষদ্, প্রতিহারী, পথিক, প্রভৃতি।

স্ত্রী।

সৌদামিনী ... ... বিজয়মোহনের স্ত্রী।
শশীকলা (Hermia) ... বিজয়মোহনের কন্যা।
ইন্দুমতী (Helena) ... পূর্ণচন্দ্রের ভাবী পত্নী।
কুসুমকুমারী (Titania) ... পরীরাণী।
তীলবীজ (Mustard-Seed), মালতী (Moth), কুসুমলতা (Cobweb), প্রমদা (Pease-Blossom) } পরীরাণীর পরিচারিকা চতুষ্টয়।
চপলা, ক্ষণপ্রভা } ... ... সখীদ্বয়।

স্থান,—প্রাগ্‌জ্যোতিষ্পুর।



শরৎ-শশী

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর—বিজয়মোহনের বহির্ব্বাটীস্থ একটী প্রকোষ্ঠ।

(বিজয়মোহন ও হরিশ্চন্দ্র আসীন।)

হরি। সখে। এতদ্দেশীয় নবপ্রচলিত নিয়মটী শুনেছ ?

বিজ। কি প্রকার ? কৈ আমিত কিছুই শুনিনি।

হরি। এই নগরের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা আপন পিতৃমনোনীত পাত্রে আত্ম সমর্পণ কোর্‌তে অসম্মতা হয় ;—

বিজ। তার পর ? তার পর ?

হরি। তার পর, তার পিতা ক্রোধান্ধ হয়ে রাজসন্নিধানে গমন করতঃ সেই কন্যার নামে এই ব'লে অভিযোগ করে যে, "মহারাজ! বহুদিবসাবধি এই রাজ্যে অতিসুশৃঙ্খল নিয়মাবলি প্রচলিত ছিল ; কিন্তু সম্প্রতি নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন

হচ্চে। এ প্রকার কখন শুনিনি যে, পিতা বর্ত্তমানে কন্যা নিজ মনোনীত পাত্রে আত্মসমর্পণ করে। এক্ষণে মহারাজের নিকট আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, যা'তে এ কুসংস্কার দেশ-হ'তে অন্তর্হিত হয়, তদ্বিষয়ে আপনাকে মনোযোগ কর্‌তে হবে।"

বিজ। তা'তে মহারাজ কি বল্‌লেন ?"

হরি। মহারাজ এই উত্তর করিলেন যে, "আমার রাজ্যে এই নিয়ম কুসংস্কার ব'লে পরিগণিত নয়। এই রাজ্যে কোন কোন স্ত্রীলোক নিজ মনোনীত ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করে, আবার কেহ কেহ বা পিতৃনিয়মেই চলে থাকে। যখন উভয় নিয়মই প্রচলিত, তখন কি প্রকারে আমি তোমার এ অসঙ্গত বাক্যের মীমাংসা করি ?"

বিজ। আমার মতে উভয়ই যুক্তিসংঙ্গত ; কিন্তু পাত্র যদি কোন অবিবাহিতা কন্যার প্রতি আশক্ত হয়, আর ঐ কন্যা যদি উক্ত পাত্রের প্রতি অনুরক্তা হয়, তাহ'লে উভয়ের হৃদয়ে যেমন একপ্রকার বিশুদ্ধ প্রণয় উৎপন্ন করে, অন্য মনোনীত বরে তা'র বৈপরিত্যে বিষময় ফল উৎপাদন ক'রে থাকে। সে যাহক্, তার পর কি হ'ল ?

হরি। তারপর তিনি মহারাজকে বল্‌লেন যে, "মহারাজ। আপনার কন্যার যদ্যাপি অসৎপাত্র বরণেচ্ছা হয়, তাহ'লে আপনি কি তার সেই জঘন্য সংকল্পের অনুমোদন কর্‌তে পারেন ?"

বিজ। আমার বোধ হয় তবে সে অসৎপাত্র; তা যদি হয়, তাহলে পিতা হ'য়ে কি প্রকারে অসৎপাত্রে কন্যা সমর্পন কর্‌বেন ? তার পর মহারাজ কি বল্‌লেন ?

হরি। মহারাজ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বন করে রইলেন; পরে এই উত্তর করলেন যে, “তুমি যা বল্‌ছ সকলি সত্য। আমি অদ্যাবধি এই রাজ্যে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ কর্‌লাম যে, যে কন্যা আপন পিতৃমনোনীত পাত্রে বরমাল্য প্রদান কর্‌তে অসম্মতা হ'বে, আমার আজ্ঞায় তার প্রাণদণ্ডই নির্দ্ধারিত!

দ্বিজ। এ সকল কথার কথা। রাজা যেন নিয়ম কল্লেন, কিন্তু পিতা হ'য়ে কন্যার প্রাণ বিনাশে কি প্রকারে সম্মত হবে? এ কেবল ভয় প্রদর্শনমাত্র। আচ্ছা, তার পর কি হ'ল?

হরি। তার পর কন্যাকে অগত্যাই স্বীকার কর্‌তে হ'ল।

দ্বিজ। তাতো হবেই;—তা'কে প্রাণের দায়ে সম্মত হ'তে হ'ল।

হরি। তোমারও কন্যাটী ত বিবাহ যোগ্যা হয়েছে, তার বিবাহের কি করচ?

দ্বিজ। আমার ইচ্ছা যা'তে কন্যাটী সৎপাত্রে প্রদত্ত হয়, পরে যেন কোন কষ্ট না পায়। এক্ষণে অনেক অনুসন্ধানের পর পূর্ণচন্দ্রকেই মনস্থ করেছি।

হরি। তা উত্তমই হয়েছে। কিন্তু আমি শুনেছিলেম যে, পূর্ণচন্দ্র ইন্দুমতীর প্রতি আশক্ত;—এ কথা কি সত্য?

দ্বিজ। না, না। পূর্ব্বে ওদের উভয়ের বিবাহের কথা শুনেছিলেম বটে, কিন্তু আমার বোধ হয় সে সকল কথা জনরব মাত্র;—কখনও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

হরি। সে যাহ'ক, যাতে কার্য্যটী শীঘ্র সম্পাদিত হয়, তাই কর।

বিজ। হাঁ, আমি তারই উদ্যোগে আছি।

হরি। কথায় কথায় অনেক রাত্রি হয়েছে, আমি এখন চল্লেম, পারি ত এ'র মধ্যে এক'দিন আস্‌ব; তুমি শয়নগৃহে যাও।

বিজ। চল, শয়নাগারে বৃথা যাওয়া। আজ একবৎসর কাল নিদ্রাসুখে বঞ্চিত। যতদিন না আমার শশীকলা পূর্ণ-চন্দ্রে পরিণত হয়, ততদিন আমার হৃদয়ের অন্ধকার রাশী কিছুতেই দূরীভূত হবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিজয়মোহনের অন্তঃপুরস্থ শশীকলার শয়নাগার।

শশীকলা উপবিষ্টা।

শশী। (স্বগত) হায়! বিধাতার কি বিড়ম্বনা! আমার নিমিত্তই কি এই রাজ্যে এরূপ ভয়ানক নিয়ম প্রচলিত হল! আমি কি নিজ মনোনীত ধনের কণ্ঠদেশে কুসুম মালা অর্পণ করতে পাবনা? কি? আমি কি সেই কঠিন নিয়মের ভয়ে পূর্ণচন্দ্রের পাণিগ্রহণে সম্মতা হ'ব? না।—কখনই না? পিতার চরণ ধরে কাঁদ্‌লেও কি তিনি শুনবেন না? আমি যাঁকে

জীবন, যৌবন—সকলই সমর্পণ করেছি, তাঁকে জন্মের মত কি প্রকারে বিস্মৃত হ'ব? মৃত্যু! তুমি কি চিরসুখী লোকের নিকট আস্‌তে ভয় পাও? হা! বিধি! তুমিও কি আমার বিপক্ষ হলে? আমি যে পিতৃবাক্য উল্লঙ্ঘন কর্‌চি. এতে ত আমার পাপ হচ্চে! হ'ক, শতবার হ'ক, বরং আমি পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত দুস্তর পাপপঙ্কে লিপ্ত হ'ব, তথাপি আমার কুণ্ঠহার আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম শরচ্চন্দ্রের গলদেশ ভিন্ন অন্যের কণ্ঠে অর্পণ কর্‌ব না।

কালাংড়া—কাওয়ালি।

জিবন বিহনে হায়, চাতকী যেমন।
প্রেমবারি আশে মোর, তেমতি মনন॥
চির মম মনসাধ,
বিধি তাহে দিল বাধ
প্রেমবারি বিনিময়ে, জিবনে মরণ॥

(ক্ষণকালান্তরে বিজয়মোহনের প্রবেশ)

বিজ। শশীকলা! আজ তোমাকে এত বিমর্ষ দেখ্‌ছি কেন?

শশী। পিতঃ! আমার শরীর কিছু অসুস্থ হয়েছে, সেই জন্যই বোধ হয় আপনি আমাকে বিমর্ষ দেখছেন।

বিজ। বৎসে! এ'ত শারীরিক পীড়া ব'লে বোধ হয় না, তোমার আকার প্রকার দর্শনে বোধ হচ্ছে, তুমি কোন চিন্তাজ্বরে জর্জ্জরিত হ'য়ে যন্ত্রণা ভোগ কর্‌চ।

শশী। না পিতঃ! চিরপরাধীনার চিন্তা কি? তবে—একমাত্র—।

বিজ। মা, শশীকলে! তোমার বাক্যের মর্ম্মার্থ অবগত হ'বার জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুলিত হয়েছে। আমার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যক্ত ক'রে আমার দারুণ কৌতুহলতৃষা নিবারণ কর। বৎসে! আমি ত তোমার বাক্যের মর্ম্ম কিছুমাত্র গ্রহণ কর্‌তে পাচ্চিনা। তুমি পরাধিনাই বা কিসে? আর তোমার চিন্তারই বা কারণ কি?

শশী। (লজ্জাবনত)

বিজ। শশীকলে! চুপ্ করে রইলে যে? আমি যা' জিজ্ঞাসা করলেম্ কৈ তা'র ত কিছুই উত্তর দিলে না। তোমার কি শারীরিক কি মানসিক কোন প্রকার অসুখ হ'লে আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়। সম্প্রতি তোমার উপযুক্ত পাত্র স্থির করে শুভ বিবাহের সমস্ত উদ্যোগ কর্‌চি। এই উৎসব কার্য্যে তোমার বিমর্ষ ভাব দেখে আমি অত্যন্ত চিন্তিত হয়েছি। এক্ষণে তোমাকে মহানুভব পূর্ণচন্দ্রের করকমলে অর্পণ করতে পার্‌লেই আমি সমধিক সুখে কালাতিপাত কর্‌তে সক্ষম হই।

শশী। পিত! আমার সম্মুখে সেই দুরাচার নরাধমের নামমাত্রও কর্‌বেন না।

বিজ। কি? দুরাচার? কে দুরাচার? তবে কি আমি

তোমার সহিত কোন দুরাচারের বিবাহকার্য্য সম্পাদন করতে চেষ্টিত হচ্চি।

শশী। পিতঃ! আদ্যোপান্ত বিবেচনা করে কর্ম্ম করা জ্ঞানী লোকের অত্যন্ত কর্ত্তব্য। আমাকে মর্জ্জনা করুন (চরণ ধারণ) আমি প্রাণান্তেও পূর্ণচন্দ্রকে পতি বলে সম্ভাষণ করতে পার্‌ব না। (অধোমুখে অবস্থিতি)

বিজ। (স্বগত) হায়! বিধাতা পরিণামে আমারই অদৃষ্টে কি এত যন্ত্রণা লিখেছিলেন। এ'র যে প্রকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখ্‌ছি, তাতে বোধ হয় ও পূর্ণচন্দ্রের পাণিগ্রহণে কখনই সম্মতা হবে না। এক্ষণে একমাত্র উপায়—ভয় প্রদর্শন। আরও কিছু চেষ্টা করে দেখা যা'ক। (প্রকাশ্যে) শশীকলে! পূর্ণচন্দ্র কিছু অসৎকুলজাত নয়, এবং অদ্যাবধি তা'র এমন কিছুই দোষ দেখ্‌তে পাই না যে, সে দুরাচার বলে ঘৃণিত হতে পারে। সে সর্ব্বাংশেই উত্তম, তবে কেন তুমি তার পাণিগ্রহণে অভিলাষিনী নও?

শশী। (নিরুত্তর)

বিজ। একি! চুপক'রে রইলে যে? তবে কি তুমি এ বিবাহে অসম্মত?

শশী। হাঁ, পিত।

বিজ। শশিকলে! তোমার কি এতদ্দেশীয় নবপ্রচলিত নিয়মটী স্মরণ হয় না?

শশী। কি নিয়ম?—প্রাণদণ্ডের নিয়ম? যদি আমার চির মনোসাধ পূর্ণই না হল, তবে আমার জীবন ধারণে ফল কি—?

বিজ। তবে কি তুমি মৃত্যু কামনা কর?

শশী। পূর্ণচন্দ্রকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।

বিজ। (সক্রোধে) পাপিষ্ঠা! আমার অবাধ্য হ'তে কি তুই কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হলি না? তুই আবার আমার সহিত সমুত্তর প্রদানে কথা কচ্ছিস্? তোরকি জীবনের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা নাই? তোর অন্তঃকরণ হ'তে শঙ্কা কি একবারে বিবর্জ্জিত হয়েছে? আচ্ছা, যা'তে তোর উপর এতদ্দেশীয় ব্যবস্থানুসারে দণ্ড হয়, তা'র নিমিত্তই চেষ্টিত রইলেম; আমার অমন কন্যায় আবশ্যক নাই।

শশী। পিতঃ! আমার জীবনের কিছুমাত্র আশা নাই বলেই আমি আপনার সহিত সমুত্তরে উদ্যত হয়েছি। এক্ষণে এই প্রাণবায়ু পাপময় দেহ হ'তে অন্তর্হিত হলেই আমি এ যাত্রা পরিত্রাণ পাই।

বিজ। তোর আর অধিক চেষ্টা করতে হবে না, ও আপনা হ'তেই বহির্গত হবে।

[প্রস্থান।

শশী। (স্বগত) হায়! যদিও একটীমাত্র জীবনের আশা ছিল, এক্ষণে তা হতেও বিচ্যুত হ'লেম। কল্য শুভবিবাহের পরিবর্ত্তে শুভ মৃত্যুর উদ্যোগ হবে। নয়ন! তুমি আজ একবার পৃথিবীর শোভা নিরীক্ষণ করে অভূতপূর্ব্ব আনন্দানুভব কর, কাল আর এ শোভা দেখ্তে পাবে না। চরণ! তুমি আপনার অভিলষিত স্থানে গমন ক'রে নয়নের সহায়তা কর, ইন্দ্রিয়গণ! তোমরা অদ্য স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হও। মন! তুমি একবার প্রিয়তম শরচ্চন্দ্রের মোহনমূর্ত্তি চিন্তা করে লও।

অদ্য নিশাবসানে চির জন্মের মত পৃথিবীর নিকট বিদায় নিতে হবে। অন্তিম কালে মনে এইমাত্র খেদ রইল যে, প্রিয়তম শরতের সঙ্গে আর সাক্ষাত হ'ল না।

(সৌদামিনীর প্রবেশ)

সৌদা। শশীকলে! একি?—তোমার এপ্রকার ভাব কেন?

শশী। (সরোদনে) না, মা, আমার কিছুই হয়নি।

সৌদা। একি! তুমি কাঁদচ কেন মা?—কি হয়েছে? তোমাকে কি কেহ তিরস্কার করেচে?

শশী। না, মা! আমাকে কেহই তিরস্কার করেনি।

সৌদা। তবে কেন তুমি কাঁদচ মা?—হায়! পূর্ণশশী কি অকস্মাৎ মেঘাবৃত হ'ল? তোমার মুখকমল একবারে এত শুষ্ক হয়ে গ্যাছে, মা! তুমি দিন দিন কৃষা ও বিবর্ণা হ'য়ে যাচ্ছ এ'র কারণ কি?

শশী। মা! আমায় জন্মের মত বিদায় দিন;—আমি মর্ত্তলোক পরিত্যাগ করে চল্লেম।

সৌদা। কেন, মা! তুমি কোথায় যাবে? আমাকে পরিত্যাগ করে তুমি কোথা যাবে? তুমি কি আত্মঘাতিনী হয়ে মর্‌বার সংকল্প করেছ?

শশী। না, মা! আমি আত্মঘাতিনী হব না, কর্ম্মদোষে লোক কর্ত্তৃক আঘাতিনী হব।

সৌদা। শশী!—

শশী। মা!—

সৌদা। কু অভিসন্ধি ত্যাগ কর।

শশী। মা! আমাকে মার্জ্জনা করুন, ও বিষয়ে আর আমাকে অনুরোধ করবেন না।

সৌদা। (স্বগত) দিন রাত কেঁদে কেঁদে বাছার চোক মথ ফুলে উঠেছে। (প্রকাশ্যে) শশী! তুমি অমন সুধীরা হয়েও নিতান্ত অজ্ঞান বালিকার ন্যায় কার্য্য কচ্ছ কেন? তোমার ত হিতাহিত বিবেচনা শক্তি আছে, তুমিই বিবেচনা ক'রে দেখ দেখি। নিতান্ত বালিকার মত কার্য্য কল্লে চল্‌বে কেন? তোমার চরিত্র এই নগরের অপরাপর রমণী গণের আদর্শ স্বরূপ। তুমি বুদ্ধিমতী হয়ে যদি এ কাজ কর, তবে আর উপায় নাই; তোমার একটু বিবেচনা করতে হয়। (হাত ধরিয়া) ওঠো চল; ওঘরে চলো; কান্না কেন? চুপ কর মা! চুপ কর, কান্না কিসের জন্য? চলো, ওঠো, চল মা! চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ব্রহ্মপুত্রনদ তটস্থ উপবন—দূরে হিমালয়ের শৃঙ্গদেশ পরিদৃশ্যমান।

কালি ও নগেন্দ্র আসীন।

কালি। ভাই! এই স্থানটী কেমন নির্জ্জন ও মনোহর দেখেছ?

নগে। যথার্থ ভাই, এই স্থানটী শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ী দিগের বিরাম স্থান।

কালি। এস এই নদ-উপকূলে একটু উপবেশন করি। (উপবেশন)

নগে। সে যা হোক, যেদিন শশীকলার বিচার হয়, সেদিন কি তুমি রাজসভায় উপস্থিত ছিলে?

কালি। ছিলেম বৈকি, কেন তুমি কি যাও নাই?

নগে। না ভাই আমি যেতে পারি নাই, সে যাহক কি হ'ল বল?

কালি। হবে আর কি? যা হবার তাই হল।

নগে। (সোৎসুকে) শশীর কি প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হয়েছে?

কালি। এক প্রকার বটে।

নগে। কি হ'ল শুনিনা।

কালি। হবে আর কি? শশীকলা রাজ সন্নিধানে স্পষ্টই স্বীকার করলে যে, সে প্রাণ থাক্তে পূর্ণচন্দ্রকে পতিত্বে বরণ কর্‌তে পারবে না।

নগে। তারপর কি হ'ল?

কালি। তার পর মহারাজ অনেক চেষ্টা ক'রে দেখ্‌লেন; নানাপ্রকার উপদেশ, নানাপ্রকার সান্ত্বনা বাক্য, নানাপ্রকার স্নেহসূচক বাক্যে বোঝালেন, কিছুতেই কিছু হ'ল না। শশীর প্রতিজ্ঞাই বড় হ'ল।

নগে। আচ্ছা, বিজয়মোহন ত সঙ্গে ছিল, সে কি বল্লে?

কালি। সে আবার বল্‌বে কি? ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে রূঢ় বাক্যে শশীকলাকে তিরস্কার করতে লাগ্‌ল।

নগে। বালির বাঁধ দিয়ে যদি স্রোতস্বতীর স্রোত রুদ্ধ করা যেত; ফুৎকারে যদি অগ্নি নির্ব্বাপিত হ'ত; তা হ'লে আর চিন্তা থাকৃত না। সে যাহক্ তার পর কি হ'ল বল।

কালি। তখন মহারাজ উভয় সঙ্কটে পড়লেন্। এদিকে স্নেহ মায়া বর্জ্জিত হয়ে, সেই নবীনা বালাকে হত্যা কর্‌বারও অনুমতি দিতে পারলেন্ না, আবার ওদিকে প্রচলিত নিয়মেরও ব্যতিক্রম হয়, কি করেন? উভয় সঙ্কট।

নগে। তার পর?

কালি। তার পর অনেকক্ষণ বিবেচনার পর, দুদিক রক্ষার এক উপায় স্থির কর্‌লেন। তিনি শশীকলাকে স্ববিষয় বিবেচনার্থ চারি দিবস অবকাশ দিলেন, আর ব'লে দিলেন নির্দ্ধারিত দিনে সে যদি পূর্ণচন্দ্রকে বিবাহ কর্‌তে অস্বীকার করে, তবে তার নিশ্চয়ই প্রাণদণ্ড হবে।

নগে। এ আবার তাঁর উভয় সঙ্কট কি? তাঁর আজ্ঞা হলেই তো শশীর প্রাণ দণ্ড হ'ত, তবে যে তিনি আজ্ঞা দেন নাই, সে কেবল তাঁর মহত্বের পরিচয়মাত্র। আবার শশী যদি নির্দ্ধারিত দিনে পূর্ণকে বিবাহ কর্‌তে স্বীকৃতা হয়, তবে ত তার প্রাণ দণ্ড হবে না?

কালি। না ভাই! তা তুমি একদণ্ডের জন্যও ভেব না। যে শশীকন্যার শরতাস্ত প্রাণ; যে শশীকলা শরতের বচনসুধা পান করবার জন্য ব্যস্ত; যাহার চক্ষু শরতের রূপরাশি ভিন্ন আর কিছুই দেখ্‌তে চায় না; যাহার কর্ণ শরতের সুখ-সংবাদ ভিন্ন আর কিছুই শুন্‌তে চায় না; যাহার হৃদয়ে শরতের প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্বিত হ'য়ে রয়েছে; যে শশী কলা শয়নে স্বপনে "শরৎ" নামোচ্চারণ ক'রে জীবিতা রয়েছে; যে সরস শশীলতা শরৎ তরুর আশ্রয় গ্রহণাভিলাষে উন্নত মস্তকে গমন কচ্ছে, তাহার গতিরোধ অনায়াস সাধ্য নহে, বিনাশ ভিন্ন উপায় নাই। ভাই! তুমি নিশ্চয় জেনো যে, সেই শশীকলা কখনই শরতকে পরিত্যাগ ক'রে পূর্ণকে হৃদয় পিঞ্জরে স্থান দিবে না। ভাই! বালির বাঁধ দিয়ে স্রোতস্বতীর স্রোত রুদ্ধ কর্‌তে যাওয়া, আর শশীকলার গতি রোধ কর্‌তে যাওয়া সমান।

নগে। আচ্ছা শরৎ কি এ বিষয়ের কিছুমাত্র শুনেননি?

কালি। শুন্‌লে কি তিনি এখন চুপ ক'রে থাকেন।

নগে। আমাদের তো তাঁকে একবার বলা উচিত।

কালি। উচিত বটে;—কিন্তু তিনি যদি একবার এ কথা শুনেন, তবে মহা হুলস্থূল ব্যাপার বাধ্‌বে; তিনি কখনই অস্ত্র ছাড়্‌বেন্ না।

নগে। আচ্ছা, বিজয় বাবু শরৎকে কন্যা দান কর্‌বেন না কেন?

কালি। পরমেশ্বর জানেন,—ওঁর দুর্ব্বুদ্ধি ঘটেছে।

নগে। শরৎ শুন্‌লে ঐ বুড়োর উপরেই প্রথম ক্রোধের পরীক্ষা করবে; তা হলেই বুড়োর চিত্তির, হা! হা!! হা!!!
(হাস্য)

কালি। না, না, শশীকলার পিতার উপর ক্রোধ প্রকাশ! অসম্ভব;—শরৎ কখনই এমন কাজ কর্‌বেন না, যাতে শশীর অন্তরে ব্যথা লাগে। এই যে নাম ক'ত্তে ক'ত্তেই শরৎবাবু উপস্থিত।

নগে। এস আমরা বৃক্ষান্তরালে একটু লুকাই। (লুকায়ন)

(যোদ্ধৃবেশে শরচ্চন্দ্রের প্রবেশ)

শরৎ। (স্বগতঃ) এই স্থানটী কেমন সুখপ্রদ! পশ্চিমে মেঘমালার ন্যায় অত্যুচ্চ পর্ব্বতাবলি, তদুপর হ'তে হীরকচূর্ণের ন্যায় পরিস্কৃত বারি প্রবাহ ঝর ঝর শব্দে নিঃসৃত হ'য়ে স্রোতস্বতীতে মিলিত হচ্ছে; গগণমণ্ডলে নক্ষত্ররাজি পরিবেষ্টিত কুমুদ-বান্ধব শীতল কিরণ বিস্তার কর্‌ছেন; ঐ ইন্দু রশ্মি অম্বুপ'রি পতিত হ'য়ে রজতবৎ চাকচিক্যশালী বোধ হচ্ছে; আবার বসন্তানিল মৃদু মন্দ সঞ্চারিত হ'য়ে নিকটস্থ উপবনের নানা প্রকার পুষ্প হইতে সুগন্ধ আহরণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক আমোদিত কচ্ছে। আহা! কি রমনীয় স্থান! কি নির্ম্মলা রজনী! কি মনমুগ্ধকারিণী প্রকৃতির শোভা! কি সুমিষ্ট বিহঙ্গ কলরব! এই স্থানে আসিবার জন্য কার মন না আকৃষ্ট

হয়? এই খানে আগমন ক'রে প্রকৃতির শোভা অবলোকন কর্‌লে দগ্ধহৃদয়ি দিগেরও সমস্ত শোকসন্তাপ বিদূরিত হয়; কিন্তু আমার তো কিছুমাত্র দুঃখের লাঘব হ'ল না, বরং আমার সন্তাপ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর পরিবর্দ্ধিত হ'ল। অনেক দিন গত হ'ল, শশীর আর কোন সংবাদ পেলেম না কেন? অবশ্য কোন না কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে; আমাকে ত আর কেহই কোন সংবাদ এনে দেয় না, বরং এই নগরের প্রায় সমস্ত লোকই আমাকে দেখ্‌লেই চুপি চুপি কি বলাবলি করে; আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। যা হক্ এর সন্ধান কর্‌তে হ'ল। (উপবেশন)

কালি। চল আমরা বাহির হই। (বহির্গমন)

নগে। আপনি এখানে কখন এলেন?

শরৎ। তোমরা হঠাৎ কোথা হ'তে বেরুলে?

নগে। আপনার আস্‌বার পূর্ব্বে আমরা উভয়ে এইখানে কথোপকথন কর্‌তেছিলাম; আপনাকে আস্‌তে দেখে আমরা বৃক্ষান্তরালে লুকিয়ে ছিলাম।

শরৎ। ভয়ে নাকি?

নগে। ভয়ে হ'তেও পারে, যে তরবারি!

কালি। শরৎবাবু! আপনাকে আজ এত বিষণ্ণ দেখ্‌ছি কেন?

শরৎ। বিষণ্ণ আর কৈ? এতাদৃশ রমনীয় স্থানে আসা কি জন্য? বাস্তবিক, এই স্থানটী অতিশয় মনোরম; এখানে এলে আর বিষণ্ণ ভাব থাকে না।

নগে। তবে আপনার রয়েছে কেন?

শরৎ। কৈ? কিছুই না।

নগে। আমাদিগের নিকট প্রকাশ করুন, বা নাই করুন, আমরা বৃক্ষব্যবধানে থেকে সমস্তই শুনেছি।

শরৎ। ভাই! তোমরা যদি শুনেছ, তবে বল্‌তে কি? বহুদিবসাবধি শশীর কোন সংবাদ না পাওয়াতে বড়ই চিন্তিত আছি।

কালি। আমাদের ইচ্ছা যে, আমরা আপনাকে সংবাদ দি, কিন্তু দিতেও সাহস হচ্ছে না, আপনি আমাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করুন, যে আমাদের কথা শুনে আপনি কাহারও উপর ক্রোধ প্রকাশ কর্‌বেন না, বা স্বয়ং বিষাদিত হবেন না, তা হ'লে বলি।

শরৎ। আচ্ছা তাই স্বীকার কর্‌লেম।

কালি। তবে শুনুন্; শশীকলা যথার্থই আপনার প্রেমাভিলাষিণী; কিন্তু তাহার পিতা বিজয়মোহন আপনার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচারী হ'য়েছেন, যাহাতে আপনার সহিত শশীকলার শুভ মিলন না হয়, এই তাঁর ইচ্ছা।

শরৎ। (সবিষাদে) তার পর?

কালি। শুনুন্, একেবারে অত কাতর হবেন না।

শরৎ। বল, তবে তিনি কার করে আমার জীবনসর্ব্বস্ব শশীকলাকে সমর্পণ কর্‌বেন?

কালি। তিনি পূর্ণচন্দ্রকে পতিত্বে বরণ কর্‌তে আপন কন্যাকে অনুরোধ করেন; শশীকলা তাতে অসম্মতা হওয়াতে রাজসমীপে তাহার নামে অভিযোগ করেন, আর আপনি ত এ রাজ্যের সেই কঠিন নিয়ম অবগত আছেন।

শরৎ। হায়! তবে কি আমার হৃদয়েশ্বরী জীবিতা নাই? ভাই! কেন তুমি আমাকে এ প্রকার হৃদয় বিদারক সংবাদ দিলে? আমি এত দিন সন্দেহ তরঙ্গে ভাসমান থেকেও সুখী ছিলাম। ওঃ! হঃ! শশীকলে! তুমি কোথা? সত্য সত্যই কি তুমি আমাকে পরিত্যাগ ক'রে গেছ? আমি আর দাঁড়াতে পারি না, আমি চল্লেম্।

কালি। শান্ত হউন, অত কাতর হবেন না, শশীর এখনও প্রাণদণ্ড হয় নাই, সে এখনও জীবিতা আছে।

শরৎ। কি বল্লে; শশী এখনও জীবিতা আছে? তবে চল আমাকে শশীর নিকট নিয়ে চল। না—না তোমাদের মিথ্যা কথা; শশী জীবিতা নাই; তোমরা আমাকে সান্ত্বনা কর্‌বার জন্য ও প্রকার মিথ্যা বাক্য কেন বল্‌ছ?

নগে। আমরা আপনাকে মিথ্যা বল্‌ছি না, যথার্থই শশীকলা জীবিতা আছে; মহারাজ বিচার দিনে শশীকলাকে স্ববিষয় বিবেচনার্থ চার দিন অবকাশ দিয়াছেন। আপনি আমাদের কথায় বিশ্বাস করুন।

শরৎ। ভাই! তোমরা আমার জীবন দান কর্‌লে; এ বিষয় শুন্‌তে আর কিছু বিলম্ব হ'লে, এ জন্মের মত আর'ত প্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হ'ত না। আমি তোমাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রইলাম, যদি কখন জগদীশ্বর দিন দেন, তবে এর প্রত্যুপকার কর্‌ব; এখন আমি চল্লেম, শশীকলার মৃত্যুর কি প্রকার আয়োজন হয়েছে একবার দেখে আসি।

কালি। এখন যাবেন না, যাবেন না, শুনুন্।

শরৎ। ভাই! আর সহ্য হয় না, অসহ্য যাতনা! হৃদয়

জ্বলে যাচ্চে!! নগেন্দ্রবাবু! আমি কি বিজয়ের নিকট কোন অপরাধ করেছি? কৈ?—না আমার ত স্মরণ হচ্ছে না, তবে কেন তিনি আমাকে এ প্রকার দুর্ব্বিসহ মনকষ্ট দিলেন্? ওঃ মরণাধিক কষ্ট! শশীকলে! তুমি কি সত্য সত্যই আমায় ভাল বাস? ভাল যদি না বাস্তে, তা হ'লে আমিও ভাল থাক্তেম; সমস্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষ্পুর নগরেও কি আর ভাল বাসার লোক পেলে না? শশীকলে! এ অধমকে ভাল বেসে কি শেষে তোমায় মর্‌তে হ'ল?—না—না—না; আমি কি উন্মাদ হলেম? শশীকলার মৃত্যু! আমি জীবিত থাক্তে শশীর প্রাণ দণ্ড!! কার সাধ্য? এই দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তার্পণ ক'রে কার মরিবার বাসনা? উঃ—রাজ্যের কি কুনিয়ম! একটী অবলার প্রাণ হত্যা!! এই ঘোরতর পাপে প্রাগ্‌জ্যোতিষ্পুর কলঙ্কিত ও অপবিত্র হয়েছে; আমি এই নগরীকে নর শোণিতে ধৌত ক'রে পরিশুদ্ধ ক'রব; তবিত অসি! তুমিও বহুদিন নর শোণিত পান কর নাই, এক্ষণে তোমার শোণিত তৃষ্ণা নিবারণের বেশ সুযোগ উপস্থিত। শশীকলে! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তোমার রক্ষার জন্য এ অধমের কিছুমাত্র ত্রুটী হবে না, আমি যতক্ষণ জীবিত আছি, ততক্ষণ তোমার কোন চিন্তা নাই। (ক্ষণেক পরে) আমি কি কাপুরুষ! শশীকলার বিপদ নিকট তা আমি স্বকর্ণে শুন্‌ছি, তথাপি এর প্রতিকারে ত্রুটী কর্‌ছি? আমার কি মৌখিক গর্ব্বই সার! আমার অসি কি শুধুই অপরের দর্শনের জন্য কটীদেশ শোভন ক'রে রয়েছে? প্রিয়তমার বিপদে সাহায্য কর্‌বে না? শরৎ এখনও জীবিত আছে; শরৎ বর্ত্তমানে কার সাধ্য শশীকলার গাত্রে হস্তার্পণ

রে? নৃপতি? এখানকার মত শত সহস্র নৃপতি একত্রিত হ'লেও প্রিয়তমার গাত্রস্পর্শ কর্তে সক্ষম হবে না। ভাই! আর আমাকে বাধা দিও না আমি চল্লেম্। (প্রস্থান উদ্যত)

নগে। ক্ষণেক অপেক্ষা করুন; আমাদের কথা শুন্‌বেন না?

শরৎ। ভাই! আর আমাকে কেন বাধা দাও? আর সহ্য হয় না! ক্ষণস্থায়ী প্রাণের আশঙ্কায় কি আমি এ হ'তে বিরত হব? আমার চক্ষের উপর এরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনা হ'বে, আমি স্বচক্ষে দেখ্‌ব? আমি জীবিত থাক্তে শশীকলার বিপদ হবে? মহারাজ! আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন্, আমার মৃত্যু ব্যতিত শশীর প্রাণদণ্ড হবে না;—আপনি পারবেন না;—আপনার সাধ্য নয়;—নিরস্ত হ'ন্। উঃ! এ বিষয় একবার ভাব্‌লে জ্ঞান শূন্য হ'তে হয়। ভাই! আমি চল্লেম্; তোমরা গৃহে যাও।

কালি। আপনি একেবারে উন্মাদের ন্যায় কথা বল্‌ছেন, মনে করুন যখন এতন্নগরীয় সমস্ত ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবে, তখন আপনি কি কর্‌বেন?

শরৎ। প্রিয় সুহৃদ অসি সহায় থাক্তে কাকে ভয়? এ অবস্থায় শরতের পক্ষে সকলই সুসাধ্য, অসাধ্য কিছুই নাই। ভাই! শশীর প্রাণ রক্ষার জন্য আমাকে যদি অগ্নি প্রবেশ কর্ত্তে হয় তাও কর্‌ব; যদি অকূলসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হয়, তাও দেব: অত্যুচ্চপর্ব্বত শিখর হ'তে পতনেও যদি শশীর জীবন রক্ষা হয়, তাও হবে, তথাপি আমি জীবিত থাক্তে আমার হৃদয় রত্ন কেহই অপহরণ কর্ত্তে পার্‌বে না।

কালি। তবে আর কোন কথাই নাই; আপনি যা তা

বোঝেন তাই করুন। আপনি আমাদের নিকট প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলেন ব'লেই আপনাকে এই বিষয় শুনালেম; কিন্তু আপনি এখন ক্রোধ পরতন্ত্র হ'য়ে, অনায়াসেই সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্‌তে উদ্যত হয়েছেন।

শরৎ। ওঃ! সে বিষয় আমার স্মরণ ছিল না, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর। ভাই! তোমরা আমাকে কি বল্‌বে বল; এখনই কর্‌তে প্রস্তুত আছি।

নগে। আপনি যে আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে প্রস্তুত হয়েছেন, এতেই আমরা যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হয়েছি। এক্ষণে আমাদের এই বক্তব্য, যে বৃথা রাজ্যের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হ'য়ে কাজ নাই।

শরৎ। ভাই! তবে কি তোমাদের মতে আমার জীবন সর্ব্বস্ব শশীকে বধ করাই কর্ত্তব্য স্থির হ'ল?

নগে। তা কেন? তাই কি আমরা বল্‌ছি? আপনি এই স্থানে একটু অপেক্ষা করুন, বোধ হয় শশীকলা আপনার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্য এইখানে আস্‌বে, এই সময় কোন গোলযোগ না ক'রে, এই নগর বহির্ভাগে গিয়ে গোপনে তার পাণিগ্রহণ কর্‌বেন্। তা হলেই সকল দিক রক্ষা হবে। অপানি সুখ সচ্ছন্দে তথায় বাস করুন গে।

শরৎ। উত্তম পরামর্শ! আর আমার এতে সুবিধাও হয়েছে। এই নগরের বহির্ভাগে আমার এক পিতৃস্বসা বাস করেন, তাঁর আলয়ে অবস্থিতি কর্‌ব।

কালি। তবে ত অতি উত্তমই হয়েছে; আর তথায় এই নিষ্ঠুর নিয়মও চল্‌তে পার্‌বে না। সকলদিকেই মঙ্গল।

শরৎ। আমি যে এখানে আছি শশী কি রকমে জান্‌বে ?

কালি। আপনাকে গৃহে দেখ্‌তে না পেলেই এখানে আস্‌বে।

শরৎ। তবে আমি গৃহে যাই না কেন ?

কালি। যেতে পারেন ত অতি উত্তমই হয়।

শরৎ। তাই চল। আমরা কি নির্ব্বাসিত !!!

নগে। এখন স্বকার্য্য সাধনে নির্ব্বাসিত হলেই বা।

কালি। বিশেষ স্বইচ্ছায়। আবার আগমন কর্‌বেন; চিন্তা কি ?

শর। চল তবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর—শরৎচন্দ্রের বিশ্রাম গৃহ।

শরৎ। ওঃ ! আজ আমার পক্ষে এই সুকোমল শয্যা শরশয্যা সদৃশ বোধ হচ্ছে, সর্ব্বাঙ্গে যেন কি ফুট্‌ছে; ওঃ ! রাজ্যের কি কঠোর নিয়ম ! একটী অবলা বালিকার প্রাণ হত্যা ! উঃ ! স্মরণেও পাপ। আমার হৃদয়াকাশের একমাত্র তমোহারিনী

শশী চিরকালের জন্য অস্তমিতা হবে! প্রগাঢ় তিমির আমার হৃদয়কে আচ্ছন্ন কর্‌তে আসছে; ওঃ! কি ভয়ানক কল্পনা!! আমার পক্ষে যেন সমস্ত পৃথিবীই তমোময় বোধ হচ্ছে। মহারাজ! আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন শশীকলা সুধু আমার হৃদয়কে তিমিরাবৃত ক'রে যাবে না; সমস্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষ্পুর চির নিশায় পরিণত হবে; নগরস্থ সমস্ত ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠে গভীর কাল নিদ্রায় নিদ্রিত হবে; তাদেরও সে কালনিদ্রা আর ভঙ্গ হবে না। ওঃ! আর সহ্য হয় না, ক্রোধে সর্ব্বশরীর কাঁপ্‌ছে; আর আমি বন্ধুদিগের প্রবোধ বাক্যে বিশ্বাস ক'রে, থাক্‌তে পারি না; এখনই চল্লেম্ এই শাণিত অসি দ্বারা শশীর বধ কর্ত্তাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে ক্রোধের কথঞ্চিৎ উপশম করি গে। না—না—এরূপ দুষ্কার্য্যে কখনই প্রবৃত্ত হ'ব না; তাদের বাক্য অবহেলা করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু আমার জীবিতেশ্বরী এখনও এ'ল না কেন? তবে কি সে প্রাণ দণ্ডের ভয়ে পূর্ণচন্দ্রকে বিবাহ করতে সম্মতা হ'য়েছে?—না—না—সে আমার ভ্রম; সে আমাকে পরিত্যাগ ক'রে কখনই পূর্ণকে হৃদয়পিঞ্জরে স্থান দিবে না;—তা যদি হয়,—তবে রত্নাকর সলিলে অবগাহন ক'রব। আর একটু অপেক্ষা করি। (নেপথ্যে অলঙ্কার ধ্বনি) একি! স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ধ্বনি শ্রবণগোচর হচ্ছে না? তবে কি আমার জীবিতেশ্বরী আস্‌ছে? কৈ দেখি, (উত্থান) তাইত প্রিয়তমা রত্নভ্রষ্টা ফণিনীর ন্যায় এই দিকেই আস্‌ছে; কেশ আলুলায়িত, অশ্রু জলে বক্ষস্থল প্লাবিত হচ্ছে; প্রিয়তমার ক্রন্দনেও শোভা!—

(শশীকলার প্রবেশ)

শশী। (সরোদনে) নাথ! এ অধিনীকে জন্মের মত বিদায় দিন্। (চরণ ধারণ)

শরৎ। (হস্ত ধরিয়া) কেন প্রিয়ে? ভয় কি? আমি সমস্তই অবগত হয়েছি। শরৎ বর্ত্তমানে কার সাধ্য তোমার প্রাণ বধ করে? তুমি শৃগালের হস্ত হ'তে উদ্ধার পেয়ে সিংহের আশ্রয়ে এসেছ; আর তোমার কিসের আশঙ্কা? আমি যদি পূর্ব্বে এ সকল বিষয় শুন্‌তেম্, তা হ'লে বিচার দিনেই এর প্রতিকার কর্‌তেম্। শশীকলে! এই কি তোমার পূর্ব্বের রূপ লাবণ্য? শশি! আমার জন্যই তোমার এই অবস্থা! আমার জন্যই তোমার এত কষ্ট! আমিই তোমার সকল কষ্টের মূল কারণ।

শশী। জীবিতেশ্বর! আপনার মুখে ওপ্রকার কথা শুন্‌লে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হই; আপনার যে এ অধিনীকে স্মরণ আছে, এই সৌভাগ্য! এতে আপনার কিছুমাত্র দোষ নাই, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ, তজ্জন্য আপনি অকারণ দুঃখিত হচ্ছেন কেন?

শরৎ। শশীকলে! তোমার যে মুখারবিন্দ পুনর্ব্বার সন্দর্শন কর্‌ব, এ আমার মনে ছিল না; বিধাতা আমার প্রতি সদয় বলেই লুপ্ত ধন পুনঃ প্রাপ্ত হ'লেম্ এখন ঈশ্বর কৃপায় রক্ষা কর্‌তে পার্‌লেই পরিশ্রম সার্থক হয়।

শশী। নাথ! ওকথা আপনি মুখে আনবেন না; এই অভাগিনীই আপনার সকল কষ্টের মূল; নাথ! আমার এমন

কি সৌভাগ্য যে আপনার পরিণয়পাশে আবদ্ধ হ'য়ে আনন্দে কালযাপন করি। আপনি যে ব্রতে ব্রতী হতে যাচ্ছেন; তার ফল অপমান; আমি জীবিত থাক্তে তা কখনই সহ্য কর্তে পার্‌ব না—হৃদয়েশ্বর! সেই জন্য আপনাকে অনুরোধ করি যে এ হ'তে নিবৃত্ত হন্; যখন পিতার অমত, তখন আপনি কি কর্‌বেন? আর কি করেই বা আমায় রক্ষা কর্‌বেন্? এখন আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ—এই নগরে আমাপেক্ষা কতশত সুন্দরী আছে, তন্মধ্যে যাকে হ'ক পরিচারিকা স্বরূপ গ্রহণ কর্‌বেন, এই শেষ নিবেদন। (ক্রন্দন)

শরৎ। প্রিয়তমে! কেন তুমি আমার জন্য এই তরুণ বয়সেই পৃথিবীর সুখ সম্ভোগ হ'তে বঞ্চিতা হবে! বরং আমাকে বিদায় দিয়ে পূর্ণচন্দ্রকে বরণ কর, তা হ'লে তুমি সুখী হ'তে পার্‌বে। আমি তোমাকে কোন ক্রমেই বিদায় দিতে পার্‌ব না; তুমি যদি একান্ত মরিবার সংকল্প ক'রে থাক, চল আমিও তোমার অনুগামী হইগে—কি—আমিই অগ্রগামী হই। (প্রস্থানোদ্যত)

শশী। হৃদয়েশ্বর! যাবেন না, যাবেন না; একটা কথা শুনুন; এ বিপদ হ'তে রক্ষা করা আপনার সাধ্য নয়, আপনি কি করবেন বলুন; সকলই অদৃষ্টায়ত্ত!

শরৎ। শশীকলে! তুমি জান তুমি কে? আর তুমি কার আশ্রয়ে আছ? তুমি যার আশ্রয়ে আছ, তার আশ্রয়ে বিপদ সম্ভবে না। এখন আমার চেষ্টাও বিফল হবে, কারণ যদি কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক মর্‌বার জন্য সাগরগর্ভে পতিত হয়, তবে তার উদ্ধারের উপায় কি? আর তুমি যে বল্‌ছ অদৃষ্টায়ত্ত, সে সত্য,

কিন্তু যারা সকল কর্ম্মে অদৃষ্টের উপর নির্ভর ক'রে থাকে, তাদের মত নির্ব্বোধ আর নাই; অগ্রে চেষ্টা, পরে অদৃষ্ট।

শশী। আপনি তবে কি কর্‌বেন বলুন।

শরৎ। আমার কথায় সম্মত হও ত বলি।

শশী। কবে আপনার কথায় সম্মত না হয়েছি?

শরৎ। এখন হ'চ্ছ না।

শশী। কি আদেশ কর্ব্বেন করুন।

শরৎ। তোমার রক্ষার আমি এক উপায় অবলম্বন করেছি; এই নগরের বহির্ভাগে আমার এক পিতৃস্বসা বাস করেন, আমার একান্ত ইচ্ছা যে, তোমায় তথায় লইয়া গিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করি, আর এতদ্দেশীয় নিষ্ঠুর নিয়মও তথায় প্রচলিত নাই।

শশী। আপনার কথায় আমি সম্মত হলেম্; কিন্তু আমাদিগকে কি চিরকালের জন্য নির্ব্বাসিত হ'তে হবে?

শরৎ। চিরকালের জন্য কেন? কিছুদিন পরে পুনর্ব্বার আস্‌বো; আমাদের উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হ'য়ে গেলে, আর চিন্তা কি?

শশী। আপনার যা অভিরুচি।

শরৎ। তবে গমনের সমস্ত আয়োজন করা যাক্ চল।

শশী। আমাকে কি কি কর্‌তে হবে আজ্ঞা করুন।

শরৎ। তুমি আজ রাত্রেই গোপনে আমার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বে।

শশী। আপনার সহিত কোথায় সাক্ষাৎ হবে?

শরৎ। সেই যে উদ্যান আছে; যেখানে আমরা পূর্ব্বে

তোমার প্রিয়সখী ইন্দুমতীর সহিত সর্ব্বদা সুভগ বসন্ত ঋতুতে একত্র ভ্রমণ কর্তেন, সেই উদ্যানে গেলেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

শশী। তবে আজ রাত্রে আমি তথায় অবস্থিতি কর্‌ব?

শরৎ। হাঁ, দেখ যেন প্রকাশ না হয়; খুব সাবধানে যেও। আমার একটু কায আছে, আমি আস্‌ছি, তুমি একটু ব'স।

শশী। (স্বগত) এ বিষয় আর কাহাকেও বল্‌ব না, অন্তরের কথা অন্তরেই থাক্;—কিন্তু প্রিয়সখী ইন্দুমতী যখন যা শুনে, বা যখন যা করে, সমস্ত কথাই আমাকে বলে, আমাদের দেহ ভিন্ন, কিন্তু আত্মা অভেদ, তাকে এ কথা একবার বলা উচিত, সে কি সকলের নিকট প্রকাশ কর্‌বে?--না--না--ইন্দু সে প্রকারের লোক নয়। ইন্দু মধ্যে মধ্যে এখানে আসে; দেখি আজ যদি আমার অদৃষ্টক্রমে আসে। ইন্দু আমাকে আপন ভগিনীর ন্যায় স্নেহ মমতা করে, তার দ্বারা এ কথা প্রকাশের সম্ভাবনা নাই।

(ইন্দুমতীর প্রবেশ)

শশী।——

চাতকিনী বারি আশে, ঊর্দ্ধমুখে ছিল।
ঘন ঘনাকার হেরি, সুখ উপজিল॥

ইন্দু। কেন শশি!—

এ কথা বলিতে যদি হইত নিদাঘ।
প্রাবৃট কালেতে তব, কিসের অভাব॥

শশী। প্রিয়সখি! এস, আমি মনে করেছিলেম বুঝি এ জন্মে আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হ'ল না। (রোদন)

ইন্দু। কেন সখি! তুমি কাঁদ্‌চ কেন? একি আনন্দাশ্রু! না অনুতাপাশ্রু! শশি! আর কেঁদনা; আমার কাছে সমস্ত বল, আমিই তোমার সুখ-দুঃখের অনুভাগিনী।

শশী। সখি! তুমি যদি অনুভাগিনী না হবে, তবে আর কে হবে? (রোদন)

ইন্দু। সখি! আর কেঁদ না চুপ কর; কি হয়েছে আমাকে বল।

শশী। সখি! তোমায় বল্‌তে কি, মহারাজ আমাকে যে স্ববিষয় বিবেচনার্থ চার দিন অবকাশ দিয়াছেন, তা বোধ হয় তুমি শুনেছ!

ইন্দু। হাঁ তা ত শুনেছি, তার পর?

শশী। তার পর, আজ আমি এখানে এঁর কাছে সমস্ত ব'লে বিদায় প্রার্থনার জন্য এসে ছিলেম, কিন্তু ইনি কিছুতেই সম্মত হলেন না।

ইন্দু। সখি! তুমি যে মৃত্যু কামনা কর, এতে তোমার পাপ আছে। সখি! তুমি বিদায় নিতে এসেছ কার কাছে? যার কাছে বিদায় নিতে এসেছ সে যে তোমা অন্ত প্রাণ। চকোর কি কখন সুধাকরের অস্তগমন প্রার্থনা করে? এ জগতে কে করে, যে চকোর কর্‌বে? তার পর?

শশী। তারপর তিনি বল্লেন "তোমাকে কোন দূরতর স্থানে লইয়া গিয়া বিবাহ কর্‌ব; এই নিষ্ঠুর নিয়মও তথায় চল্‌তে পার্‌বে না।"

ইন্দু। সখি! তবে কি যথার্থই তোমার সঙ্গে এই শেষ দেখা? (রোদন)

শশী। কেন সখি! শেষ দেখা কেন? আবার আস্‌বো, আবার দেখা হবে।

ইন্দু। সখি! আমিই তোমার সকল কষ্টের মূল কারণ; আমার জন্যই তোমাকে নির্ব্বাসিত হ'তে হচ্ছে। তুমি আমাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভাল বাস; কিন্তু এজন্মে আমি তদনুরূপ কোন কার্য্যই কর্‌তে পার্‌লেম না, বরং আমার জন্যই তোমার এত যন্ত্রণা। আমি এখন তোমার সখী নামের যোগ্যা নহি; আমি তোমার এক প্রকার শত্রু স্বরূপা; কিন্তু তোমার ন্যায় সুশীলা সে বিষয় একবারও চিন্তা করে না। হায়! এ অভাগিনীর জন্ম কি কেবল অন্যের কষ্টের জন্য? সখি! তুমি মৃত্যু কামনা কর, এ অতিশয় অন্যায়; এ হতভাগিনীর জীবনাপেক্ষা তোমার জীবন বহুমূল্য, সখি! তুমি চিরায়ুষ্মতী হও, তোমার জীবন থাক্‌লে কত লোক সুখী হ'তে পার্‌বে; কিন্তু এ পাপীয়সীর জীবন কখন কাহারও কোন উপকারে লাগ্‌বে না। (রোদন)

শশী। সখি! তোমার কোন দোষ নাই; তুমি কেন অকারণ বিলাপ কচ্ছ? সকলি বিধি লিপি; আর কেঁদনা চুপ কর। এ সকল বিষয় চিন্তা কর্‌তে গেলে কেবল মনাগুণ প্রজ্জ্বলিত হবে বৈ ত নয়? জগদীশ্বরের কৃপায় আমারা পুনর্ব্বার মিলিত হব; তজ্জন্য চিন্তা কি? আমাকে এক্ষণে বিদায় দাও। আজ রাত্রিতেই যেতে হবে।

ইন্দু। সখি! তুমি যেখানে যাবে, সে এখান থেকে কত দূর?

শশী। সেই প্রমোদ বনের কাছে; যেখানে আমরা পূর্ব্বে মধুর বসন্ত ঋতুতে একত্র ক্রীড়া কর্‌তেম্।

ইন্দু। সখি! আমি তোমায় কোন্ প্রাণে বিদায় দেবঁ?। (রোদন)

শশী। কেন সখি! তুমি কাঁদ কেন? আবার আস্‌বো এর জন্য কান্না কিসের?

ইন্দু। ভবিষৎ কালের আশায় আর কত দিন ধৈর্য্য ধ'রে থাক্‌বো? (চিন্তা) আচ্ছা তবে তুমি এস, আর বিলম্ব করো না, এ বিষয়ে আর আমি বাধা দিতে পারি না; কিন্তু শশি! দেখ যেন এ হতভাগিনীকে ভুল না।

শশী। সখি! আমিই চল্লেম, আমার মন তোমার কাছে বন্দী রইল, তবে এখন আমি আসি; আর বিলম্ব কর্‌ব না।

ইন্দু। চল, যতক্ষণ আছ, ততক্ষণ একত্র থাকি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ইন্দুমতীর শয়ন গৃহ।

(ইন্দুমতী আসীনা।)

ইন্দু। (স্বগতঃ) আহা! এতক্ষণ তারা কতদূর গিয়াছে। প্রিয়সখী শশীকলার বিষণ্ণ বদন স্মরণ হ'লে হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে

যায়। আমারি জন্যই শশীকলার এত কষ্ট। কি অশুভক্ষণে যে পূর্ণচন্দ্রের মুখ দেখেছিলেম, তা আর বোল্‌তে পারি না; সে রূপ আর ভুল্‌তে পার্‌লেম না, বোধ হয় পারবও না। সরলা শশীকলা কখনই পিতৃবাক্য উল্লঙ্ঘন ক'রবে না। পূর্ণকে বিবাহ কোর্‌লে পাছে আমার মনে কষ্ট হয়, সেই জন্যই প্রাণের মমতা ছেড়ে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হ'ল; যাহোক পূর্ণচন্দ্রকে একবার পরীক্ষা কোরে দেখ্‌তে হ'ল। বোধ হয় প্রিয়তম পূর্ণচন্দ্র এ বিষয় কিছুই জান্‌তে পারেন্‌নি; তাঁকে একবার বল্‌লে হয়, তিনি কি এ কথা প্রকাশ কর্‌বে?—না—না—তিনি সে প্রকার লোক নন্‌। (চিন্তা)

(নেপথ্যে গীত)

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

প্রণয় পয়োধি পয়ে পড়িয়াছি এ সময়।
উঠিছে ভীমতরঙ্গ প্রাণ যে বাঁচান দায়॥
নাহি জানি সন্তরণ, কেমনে বাঁচাব প্রাণ;
নাহিক তরণী হেন, যাতে উঠা যায়॥

ইন্দু। এই যে রসিকরতন আস্‌ছেন।

(পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দু। বলি এতক্ষণ হাবুডুবু খাচ্ছিলে, এখন কি রকমে উঠ্‌লে।

পূর্ণ। তরণী পেলেম, তাই উঠ্‌লেম্‌।

ইন্দু। কৈ তরণী?

পূর্ণ। কেন তুমি।

ইন্দু। এত রঙ্গও জান।

পূর্ণ। গুরুর গুণে।

ইন্দু। সত্তি নাকি?

পূর্ণ। সত্তি নাতো কি মিথ্যা?

ইন্দু। বটে?

পূর্ণ। ইন্দু! তোমার প্রিয়সখীর সহিত কি আর সাক্ষাৎ হয়েছিল?

ইন্দু। কেন?

পূর্ণ। না—এমন কিছুই নয়; তবে কি না, সেই বিষয় নিয়ে খুব মজাই হচ্ছে; আবার শশী নাকি শরতের কাছে এসেছিল?

ইন্দু। (বিমর্ষভাবে অবস্থিতি)

পূর্ণ। প্রিয়তমে! হঠাৎ তোমার এ প্রকার ভাব উপস্থিত হ'লো কেন? তুমি কি মনে করেছ, যে আমি তোমাকে পরিত্যাগ ক'রে, শশীকলার প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ হব?—না, তা তুমি কখনই মনে ক'র না। আমি তাকে আন্তরিক যত্ন করি না, বাহ্যিক ক'রে থাকি, তার কারণ এই, যদি তাকে বাহ্যিক যত্নও না করি, তা হ'লে তার পিতা শরতের সহিত তার পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করবে।

ইন্দু। আপনার এক্ষণে কি অভিপ্রায়?

পূর্ণ। আমার অভিপ্রায় এই, যাতে শরতের সহিত তার পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন না হয়।

ইন্দু। (স্বগতঃ) কি কুঅভিসন্ধি! (প্রকাশ্যে) সে আশা ত্যাগ কর।

পূর্ণ। কেন?—কেন? কি হয়েছে? তার কি প্রাণদণ্ড হয়ে গেছে?

ইন্দু। কেন তার প্রাণদণ্ড হবে?

পূর্ণ। ইন্দু! আমাকে স্পষ্ট করে বল, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

ইন্দু। সে কথা আমি বল্‌তে পারি না।

পূর্ণ। ইন্দু! এই তুমি আমাকে ভাল বাস?

ইন্দু। যখন বাক্যযন্ত্রণা আরম্ভ হ'লো, তখন কাযেই বল্‌তে হবে।

পূর্ণ। বল তবে।

ইন্দু। কাল রাত্রিতে শরৎ-শশী প্রাগ্‌জ্যোতিষ্পুর হ'তে অস্তমিত হয়েছে।

পূর্ণ। কোথা গেছে তা জান?

ইন্দু এই নগরে বহির্ভাগে তার এক পিতৃস্বসা বাস ক'রে সেই খানে।

পূর্ণ। সে এখান হ'তে কত দূর?

ইন্দু। অনেক দূর। প্রমোদ বন অতিক্রম ক'রে যেতে হয়।

পূর্ণ। আমার বোধ হয় তারা আজও প্রমোদ বন অতিক্রম কর্‌তে পারেনি। আজ আমি একটি দ্রুতগামী অশ্বে অরোহণ ক'রে তাদের অনুসন্ধানে যাই; আমাকে দেখ্‌লেই তারা নিশ্চয় মনে কর্‌বে আবার বিপদ নিকট, তা হ'লে বড় মজাই হবে।

ইন্দু। আমাকে পরিত্যাগ ক'রে যেতে পারবে না, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল।

পূর্ণ। সেকি! তোমাকে আমি কি প্রকারে সেই ভয়াবহ নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে নিয়ে যাব? আমি আবার এর মধ্যেই আস্‌বো তার জন্য চিন্তা কি?

ইন্দু। না—তা—হবে না।

পূর্ণ। (স্বগতঃ) এ'ত মহা বিপদেই পড়্‌লেম; এখন এক পলায়ন ব্যতিরেকে আর উপায় নাই। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা তুমি যেও, আমি একবার বাড়ি হ'তে আসি, তুমি প্রস্তুত হয়ে থাক।

ইন্দু। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

পূর্ণ। এখন তুমি কোথা যাবে?

[পূর্ণচন্দ্রের প্রস্থান ও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ ইন্দুমতীর গমন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদ বন।

জ্যোৎস্না রাত্রি—গগণে পূর্ণচন্দ্র।

বৃক্ষোপরি

(পরীরাজ কুসুমকুমার ও সহচরগণ আসীন)

কু। পরী সকল! এই রজনীতে প্রমোদ বনে আমোদ প্রমোদ করা যাক্।

সহ। মহারাজের যথাভিরুচি।

(ক্রোড়ে একটী সন্তান লইয়া কুসুমকুমারী ও সখীগণের প্রবেশ।)

কু। (সোৎসুকে) কুসুম! তোমার ক্রোড়ে ও কার সন্তান?—দেখি! দেখি! এ সন্তান কোথায় পেলে? (ক্রোড়ে লইয়া) বা এযে দিব্য শিশু।

কুসু। এই শিশুর জননীর সহিত আমার অত্যন্ত প্রণয় ছিল, মৃত্যুকালে সে এই শিশুকে তার ধাত্রীর নিকট রেখে যায়—কিন্তু সেই ধাত্রী একে অযত্ন করায়, আমি অপহরণ ক'রে এনেছি।

কু। কুসুম! তুমি একে লয়ে কি কর্‌বে?—আমাকে দাও আমি একে পার্শ্বচর কর্‌ব।

কুসু। মহারাজ! আমাকে মার্জ্জনা করুন, আমি একে দিতে পার্‌ব না। কত যত্নের সামগ্রী, কত কষ্টে আন্‌লেম্, এখন আপনাকে দিয়ে আমার কি হবে?

কু। কেন?—আমার কাছে কি অযত্নে থাক্‌বে?

কুসু। মহারাজ! আমি আপনার কথায় কোন প্রকারেই সম্মত হ'তে পারি না।

কু। এই নির্ম্মলা রজনীতে দাম্ভিকা কুসু কুমারী সহিত অশুভ সন্দর্শন হওয়াতে আমাদের আমোদ প্রমোদের বিঘ্ন হ'ল।

কুসু। কুসুমকুমার! তুমি কি ঈর্ষক! আমার এত যত্নের সামগ্রী; এত কষ্টের ধন; এ ধনে তোমার লোভ কেন?

কু। কুসুম কুমারি!—কি? এ ধনে আমার লোভ? আচ্ছা আর তোমার সহিত অধিক কথায় প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, তুমি উপযুক্ত মূল্য পেলে একে দিতে পার কি না?

কুসু। কুসুমকুমার! তুমি এর আশা ত্যাগ কর, তোমার সমস্ত পরীরাজ্যও ইহার প্রকৃত মূল্য হবে না।

কু। কি? তুই কার সহিত কথা কচ্ছিস্ জানিস্।

কুসু। আমি কি তোমার ভয়ে এই সন্তান দিব? পরী-সকল! সত্বর এস আমি শপথপূর্ব্বক এঁর সঙ্গ পরিত্যাগ কর্‌ছি।

কু। দুষ্টা কুসুম কুমারি! থাক্, তুই যেমন আমার মনে দুঃখ দিলি, তার প্রতিফলরূপ মনস্তাপ আজ নিশাব-

সালেই পারি, এখন আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ; আমি আর তোর্ মুখ দর্শন কর্‌তে চাই না।

[সহচরীগণ সমভিব্যাহারে কুসুমকুমারীর প্রস্থান।

কু। (একজন সহচরের প্রতি) ওহে! তুমি একবার শীঘ্র মীণকেতনকে আহ্বান কর।

সহ। যেআজ্ঞে।

[প্রস্থান।

কু। (স্বগতঃ) দুষ্টা কুসম-কুমারী আজ আমারে অত্যন্ত অপমান ক'রে গেল, এর প্রতিশোধ নিশ্চয়ই প্রদান করব।

(মীণকেতনের প্রবেশ)

মীণ। আপনার কি আজ্ঞা?

কু। মীণকেতন! তোমাকে কোন কারণ বশতঃ আহ্বান করেছি; দাম্ভিকা কুসুম-কুমারীর নিকট আজ আমি অত্যন্ত অবমানিত হয়েছি, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, এই নিশাবসানেই তার দুষ্কার্য্যের প্রতিফল দিব; এক্ষণে তোমাকে এক কাজ কর্‌তে হবে।

মীণ। এই সুখকর শর্ব্বরীতে এ প্রকার অশুভ সন্দর্শন হবার কারণ কি?

কু। সে সকল বিবরণ পরে বলব, এখন এক কাজ কর।

মীণ। আজ্ঞা করুন।

কু। কুমারীরা যে কুসুমকে "মনোমোহন" বলিয়া থাকে, সেই কুসুম আমাকে এনে দিতে হবে।

মীণ। সে কুসুমের কি প্রয়োজন?

কু। তার একটী মহৎ গুণ আছে।

মীণ। কি গুণ? আমাকে বল্‌বেন না?

কু। সেই ধুম্র কুসুম রস মন্ত্রপূতঃ ক'রে নিদ্রিত ব্যক্তির নেত্রপুটে ঢেলে দিলে, সে নিদ্রা ভঙ্গাতে উঠে, যাকে প্রথমে দেখ্‌বে, তার প্রতি নিশ্চয়ই আশক্ত হবে।

মীণ। তদ্বারা আপনার কি প্রয়োজন?

কু। সেই কুসুম রস দুষ্টা কুসুম-কুমারীর জন্যই আবশ্যক।

মীণ। অতি উত্তম পরামর্শ "শুভস্য শীঘ্রম্।"

কু। মীণকেতন! তুমি দুষ্কার্য্য কর্‌তে পেলেই অত্যন্ত আমোদিত হও।

মীণ। আজ্ঞা তাও ত আপনার অনুমতি ক্রমে।

কু। এইটীই যেন আমি অনুমতি কর্‌লেম, সকলই কি আমি অনুমতি করি?

মীণ। বাস্তবিক মহারাজ, এটা বড় কুঅভ্যাস হ'য়ে গেছে।

কু। কিন্তু যাতে কুঅভ্যাসটা যায় তাই কর। আরও শুন্‌লেম্ তুমি সে দিন গোপ গৃহে গিয়া তাদের অনেক অপচয় ক'রে এসেছ! এসকল তোমার অন্যায় নয়?

মীণ। আজ্ঞা হাঁ। অন্যায় বটে; তবে এ অভ্যাসটাকে ক্রমান্বয়ে দমন কর্‌তে হবে।

কু। সে যাহক্ এখন তুমি যাও।

মীণ। যে আজ্ঞা আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

কু। দুষ্টা কুসুম কুমারীকে সমুচিত না শিক্ষা দিয়ে, আমি কখনই ক্ষান্ত হ'ব না। পাপীয়সীর এতদূর স্পর্দ্ধা, যে নিঃশঙ্কোচে আমার প্রতি অকথনীয় বাক্য প্রয়োগ কর্‌লে? আমি ন্যায্য মূল্য প্রদানে স্বীকৃত হ'লেম, তথাপিও দুষ্টা বালক প্রদানে সম্মতা হ'ল না?—আচ্ছা, এই রাত্রিতেই ইহার উচিত মত শিক্ষা কচ্ছে। সুচতুর মীণকেতনের দ্বারাই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হবে। (নেপথ্যে কলরব)

কু। এই ঘোর নিশীথ সময়ে বন মধ্যে মনুষ্যের স্বর শ্রুতিগোচর হচ্ছে না? হাঁ,—তাইত অবশ্যই ইহাদের কোন দুরভিসন্ধি আছে, নতুবা রাত্রিতে এই নিবীড় নির্জ্জন অরণ্যে আসিবার প্রয়োজন কি? (একজন সহচরের প্রতি) বয়স্য! দেখ ত কারা এই বনে প্রবেশ করেছে।

সহ। যে আজ্ঞা (বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক পথাবলোকন ও পুনশ্চ আসিয়া) মহারাজ! প্রাগ্‌জ্যোতিষ্পুর্ নগরীর একটী যুবক সস্ত্রীক এই বন মধ্যে প্রবেশ করেছে; আপনারও যে দশা—তাদেরও সেই দশা।

কু। কি প্রকার?

সহ। তাহারাও এই সুখকর শর্ব্বরীতে উভয়ে কলহ কর্‌ছে। আহা! স্ত্রীলোকটীর শোকজনিত বাক্য শ্রবণ কর্‌লে, পাষাণও দ্রবীভূত হয়; কিন্তু পুরুষটী এতদুর নিষ্ঠুর, যে তাব বাক্যে একবার কর্ণপাতও কর্‌ছে না।

কু। ইহাদের কলহের কারণ কি?

সহ। কারণ এখনই জানা যাবে।

কু। এই যে ইহারা আস্‌ছে; এইবার আমি স্পষ্টই

দেখ্‌তেছি। আহা! স্ত্রীলোকটীর কি কষ্ট! কেশ আলুলায়িত, ব্রততী বন্ধনে চরণ ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে গিয়েছে; দেহ হ'তে অনর্গল স্বেদ নির্গত হচ্ছে; ঐ যে, আহা! উন্মাদিনী বেশে পুরুষের পশ্চাৎ ধাবমান হচ্ছে।

(পূর্ণচন্দ্র ও ইন্দুমতীর প্রবেশ)

পূর্ণ। ইন্দুমতি! আমি তোমাকে বারম্বার নিষেধ কর্‌ছি, তুমি আমার সহিত এসো না; এখনও অল্প দূর আছে, তুমি গৃহে প্রত্যাগমন কর।

ইন্দু। নাথ! এই গভীরা নিশীথে অভাগিনীকে নিবীড় কানন মধ্যে ফেলে কোথায় যাবে?—যদি একান্তই আমাকে বন্য জন্তুর অধীনে রেখে যাবার বাসনা থাকে, তবে আগে তোমার অসি দ্বারা এ হতভাগিনীকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে তুমি নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান কর।

পূর্ণ। ইন্দু! তোমাকে আমি সেই সময় আমার সহিত আস্‌তে কত নিষেধ করেছিলেম্, কিন্তু তখন তুমি আমার কথায় একবার কর্ণপাতও কল্লে না; এখন আমি রমণী বধ ক'রে আমার পবিত্র অসিকে কলঙ্কিত কর্‌তে চাই না, এখনও বল্‌ছি তুমি গৃহে যাও।

ইন্দু। নাথ! পূর্ব্বে যে এ অভাগিনীকে কত যত্ন কর্‌তে; কত স্নেহ কর্‌তে; দুঃখের সময় কত প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে এ অভাগিনীর উত্তাপিত চিত্তকে শীতল কর্‌তে; হৃদয়েশ্বর! পরিণামে কি এই প্রকার মন কষ্ট দিবার জন্য? যার মুখ বিনিস্মৃতঃ বাক্য পূর্ব্বে এ অভাগিনীর হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ কর্‌ত,

হৃদয়েশ্বর! আজ কেন সেই বাক্য অমৃত পরিবর্ত্তে গরল বরিষণ কর্‌ছে? নাথ! এই নিরাশ্রয়া হতভাগিনীকে ফেলে তুমি কোথায় যাবে? আমি তোমার সমভিব্যাহারে গমন কর্‌ব, হৃদয়েশ্বর! তুমি যথায় যাবে, অনুগ্রহ ক'রে এ দাসীকে সঙ্গে লয়ে যাও।

পূর্ণ। ইন্দুমতি! এখনও আমার কথা শুন, এখনও বল্‌ছি, তুমি গৃহে গমন কর।

ইন্দু। হৃদয়েশ্বর! কেনই বা আমাকে অকূল পারাবারে নিক্ষেপ কর্‌লে, আর এখনই বা কেন উদ্ধারের ক্রটী কর্‌ছ?

পূর্ণ। কেন তুমি আমাকে অকারণ বিরক্ত কর? যদি তোমার গৃহে যাবার বাসনা থাকে, এই সময়েই যাও, আর আমার সঙ্গে এস না।

ইন্দু। (সরোদনে) মাতঃ! বসুন্ধরে! এ জনম দুঃখিনী ইন্দুকে তোমার কোলে স্থান দাও। মাগো,—আর সহ্য হয় না; হৃদয়েশ্বর! এ হতভাগিনী আপনার চরণে কোন্ অপরাধে অপরাধিনী, যে তার এ প্রকার দণ্ড হলো?

পূর্ণ। তুমি আমার নিকট কোন দোষে দোষী নও, কিন্তু তোমার অদূরদর্শীতাই একমাত্র দোষ। আর আমি তোমার কোন কথা শুন্‌তে চাই না, আমি চল্লেম্।

ইন্দু। (সরোদনে) বনদেবি! এই দুঃখিনী বালাকে রক্ষা কর, এই গভীর নিশীথ সময়ে নিবাড় বন মধ্যে আর আমার কে সহায় হবে?—মাগো! তুমি কোথায়? একবার এসে তোমার দুঃখিনী ইন্দুকে দেখে যাও। হায়! আমি এত কাল সহকার তরু ভ্রমে বিষবৃক্ষকে আশ্রয় করে আস্‌ছি; এত

কাল সুরভি পুষ্প মালা ভ্রমে বিষাক্ত কালসর্পকে কণ্ঠে ধারণ করে আস্‌ছি ; এতকাল সুগন্ধি চন্দন বিবেচনায় কালকুট গাত্রে লেপন ক'রে আস্‌ছি। তখন একবার সপ্নেও ভাবিনি যে এ দ্বারা কোন অপকার হবে। মাগো ! তোমার দুঃখিনী ইন্দু জন্মের মত চল্লো। (রোদন)

পূর্ণ। ইন্দু ! তোমার ক্রন্দনে আমার ক্রোধ বিদূরিত হওয়া দূরে থাক্, আরও পরিবর্দ্ধিত হচ্ছে। তোমার খেদোক্তি আমার কার্য্যনাশক ভিন্ন আর কিছুই নয়, আর আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করতে পারি না ; আমি চল্লেম, তুমি গৃহে যাও।

[দ্রুতপদে পূর্ণচন্দ্রের প্রস্থান তৎপশ্চাৎ ২ ইন্দুমতীর গমন।

কু। ওঃ ! কি হৃদয় বিদারক দৃশ্য ! ! নিঃসহায়া অবলার প্রতি এতদূর অত্যাচার ! আহা রমণীর আর্ত্তনাদ শুন্‌লে পাষাণও দ্রবীভূত হয়, এই যুবকের হৃদয় পাষাণ অপেক্ষা কঠিন ! এর কার্য্য পিশাচ অপেক্ষা ভয়ঙ্কর ! ! আহা ! সরলা বালা পূর্ব্বে যদি ঐ দুরাচার কপট প্রেমিকের কপট প্রেম জান্‌তে পার্‌তো, তা হ'লে আর এখন এত যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হ'ত না।

সহ। মহারাজ ! পূর্ব্বে যদি দেবগণ জান্ত যে, সমুদ্র মন্থন কর্‌লে অমৃত পরিবর্ত্তে কালকূট উত্থিত হবে, তা হ'লে তাহারা কখনই মন্থন কর্‌ত না। তারা অমৃত আশেই মন্থন করেছিল।

কু। সে সত্য, কিন্তু অবশেষেত তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে ছিল, কিন্তু এদের পুনঃসম্মিলনের উপায় কি ? (ক্ষণেক চিন্তার

পর) ওঃ—এক উপায় আছে, মীণকেতন "মনোমোহন" আনয়ন কর্‌লে সেই কুসম রস মন্ত্রপুঃত ক'রে, নিদ্রাবস্থায় যুবকটীর নেত্র পুটে দিতে পার্‌লে, নিদ্রা ভঙ্গান্তে পুনরায় তাহারা উভয়ে ছুঃচ্ছেদ্য প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে ; আর কোন কালেই তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হবে না।—এই যে মীণকেতন, সমাচার কি ?

(মীণকেতনের প্রবেশ)

মীণ। মহারাজ ! আমি যে কার্য্যে অপারগ হব, এমন কার্য্য ত দেখ্‌তে পাই না। এই "মনোমোহন" গ্রহণ করুন। (প্রদান)

কু। মীণকেতন ! তুমিই আমার দক্ষিণ হস্ত ; এক্ষণে কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।

মীণ। অনুমতি করুন।

কু। মীণকেতন ! প্রথমে সেই দাম্ভিকা কুসুমকুমারীর দর্প চূর্ণ কর্‌তে হবে, তার পর অন্য কাজ। এখন বোধ হয় কুসুম-কুমারী নদীতীরবর্ত্তী,পরীকুঞ্জে নিদ্রিতা ; তুমি এই সময় একবার তথায় যাও, তৎপরে নিদ্রাবস্থাতেই এই কুসুম রস মন্ত্রপুঃত ক'রে তাহার চক্ষে প্রদান কর, কর্‌লেই, নিদ্রা ভঙ্গান্তে উঠেই প্রথমে সে যাকে দেখ্‌বে, তারই প্রেমে উন্মত্তা হবে।

মীণ। অতি চমৎকার কৌশল ! আমি এখনই চল্লেম্।

কু। ক্ষণেক অপেক্ষা কর, আর একটী কথা আছে। এই রাত্রিতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ্পুর নগরীয় একটী যুবক সস্ত্রীক এই বনে প্রবেশ করেছে, যুবকটী এতদূর নিষ্ঠুরতার সহিত সেই নিঃসহায়া বালাকে পীড়ণ কর্‌ছে, যে তাহা স্মরণ কর্‌লেও পাপ

হয়। কিন্তু যুবকটীর মন পরিবর্ত্তন ক'রে, দিয়ে যাতে উভয়ের পুনঃ সম্মিলন হয়, সেটীও তোমাকে কর্‌তে হবে। নতুবা আর কোন উপায় নাই।

মীণ। যেআজ্ঞা, আমি অতি সাবধানতা পূর্ব্বক উভয় কার্য্যই নির্ব্বাহ কর্‌ব; আমি তবে এক্ষণে চল্লেম্।

কু। হাঁ যাও; প্রাগ্‌জ্যোতিষ্পুর নগরীয় পরিচ্ছদ দর্শনে তুমি চিন্‌তে পার্‌বে।

মীণ। যেআজ্ঞে।

[প্রস্থান।

কু। ওহে সহচরগণ! চল আমরা পরীকুঞ্জের নিকটবর্ত্তী বৃক্ষান্তরাল থেকে মীণকেতনের কার্য্য কৌশল অবলোকন করিগে।

সহ। চলুন, আমাদেরও তাই ইচ্ছা।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদীতীরবর্ত্তী পরীকুঞ্জ পুষ্পময় পর্য্যাঙ্কোপরি কুসুমকুমারী শয়ানা পার্শ্বে সখীগণ ও পরিচারিকাগণ।

বৃক্ষান্তরালে কুসুমকুমার, মীণকেতন ও সহচরগণ।

কুসু। চপলে! আজ আমার মন এত ব্যাকুল হচ্ছে কেন? আমার এখন কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না; তোমরা আমোদ প্রমোদ কর, আমি ক্ষণেক নিদ্রা যাই।

চপ। মহিষি! হৃদয়রত্ন হারা'য়ে কে কোথায় সুস্থির হ'য়ে থাকে?

কুসু। যা হক্; তোম্‌রা কলাকার জন্য এখন অতিউত্তম কীটশুন্য গোলাপ লয়ে এস; আর এ সময়ে নিশাচর পক্ষীগণ যাতে আমাকে বিরক্ত না করে, তার উপায় কর।

ক্ষণপ্রভা। রাজমহিষি! আমরাত এইখানেই আছি; আপনি নিদ্রা যান্; পরে আমরা পুষ্পচয়নে গমন কর্‌বো।

কুসু। আচ্ছা, তোমরা ক্ষণেক আমোদ প্রমোদ কর; আমি নিদ্রা যাই।

চপ। (একটী পদ্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) সখি! দেখ দেখ. শঠ ষট্‌পদ চুড়ামণি প্রেমডোরে বদ্ধ হয়ে ছট্‌ফট্ কর্‌ছে।

ক্ষণপ্রভা। তাইত সখি! লম্পটের উপযুক্ত পুরস্কার!!

কুসুম-লতা।—

ছিঁড়িতে অশক্ত প্রেমের ডোর।
নবমধু পানে হইয়ে ভোর॥

ক্ষণ।—

নতুবা ছেদিত দৃড় তরু গণে।
কেমনে যন্ত্রণা দিবে ওপরাণে॥

চপ।—

পতির বিরহে নলিনি মলিনা।
সরলা সহিবে কতই যন্ত্রণা॥

কু-ল। সখি! তুমি বিরহিনীকে আমাদের কাছে নিয়ে এস; এখানে বরং সঙ্গিনী আছে, ওখানে একাকিনী থেকে কষ্ট পাবেন বৈত নয়?

চপ। ঠিক বলেছ; তোমরা একটু অপেক্ষা কর আমি আসি। (গমন)

(তুক)

এস হে নলিনি, সরসী শোভিনী
নিশা বিরহিনী গো।
হের কুমদিনি, সহ নিশামণি,
কত আমোদিনী গো॥
কেন একাকিনী, দিবা বিহরিণী,
যাপিছ যামিনী গো।
এস কমলিনি, এস বিরহিনী,
পাইবে সঙ্গিনী গো॥

(আগমন)

ক্ষণ। লম্পট মধুকরের জন্য, এঁরা ক্ষণকালের জন্য সুখী হতে পারে না!

কু-ল। বাস্তবিক সখি! প্রেম যে কি পদার্থ, তা'ত আর লম্পটেরা জানে না, কেবল মধুপান কর্ত্তেই জানে। মধু ফুরুলে তুমিই বা কার, আর কেই বা তোমার।

(সখীগণের নৃত্য ও গীত)

ভৈরবী—খেম্‌টা।

ছিছি নলিনি একি তব রীতি।
ত্যজিয়া পতিরে কেন শঠ সহ পিরিতি ॥
তুমি না বিখ্যাতা সতী, কি বলিয়া ত্যজি পতি,
অর্পিছ শঠেরে মধু, একি তব কুরীতি।
যাও শঠ ষট্‌পদ, আজি হে তব বিপদ,
কেন বা কর পীড়ন, কোমল কমল প্রতি॥

চপ। রাত্রি অধিক হয়েছে চল আমরা পুষ্পচয়নে গমন করি।

ক্ষণ। চল আর বিলম্বে প্রয়োজন কি ?——

কালাংড়া—খেম্‌টা।

চল সখি চল ত্বরা, কুসুম চয়নে,
সুখ উপবনে।
তুলিয়াআনিগে, নানা ফুল,—
বিচরি কাননে, প্রমোদিত মনে।
পুরিয়া ডালা, গাঁথিব মালা,
সাজাইয়া পুরাইব সাধ, মহিষী রতনে,
অতীব যতনে॥

[নৃত্য করিতে ২ সখীগণের প্রস্থান।

কু। মীণকেতন! উপযুক্ত সময় উপস্থিত।

মীণ। রাণী কি নিদ্রিতা?

কু। রাণী ত নিদ্রিতা, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সাধনকি প্রকারে হবে?

মীণ। কেন? এই সময়ে কার্য্য নির্ব্বাহ করি।

কু। আমাদের উদ্দেশ্য যাতে, কুসুম কুমারী উত্তম রূপ শিক্ষা পায়।

মীণ। তজ্জন্য চিন্তা কি? আমরা এখন কুসুমরস প্রদান ক'রে এস্থান হইতে প্রস্থান করি, তৎপরে পুনরায় এসে ইহার ব্যবস্থা করা যাবে।

কু। উত্তম, তবে তুমি শীঘ্র কার্য্য সম্পাদন কর।

মীণ। যে আজ্ঞা—(নিদ্রিতা কুসুমকুমারীর নেত্রে মন্ত্রপুতঃ করিয়া কুসুমরস প্রদান)

নিদ্রান্তে দ্রক্ষসি যাংস্তং প্রাণিণঃ প্রমুখ স্থিতান্।
তেষাং প্রণয় পাশেন আবদ্ধাশু ভবিষ্যসি॥

কু। আর বিলম্বের প্রয়োজন কি; চল যাওয়া যাক্; কিন্তু এখন যাতে সেই প্রাগ্‌জ্যোতিষ্পুর নগরীয় স্ত্রী পুরুষের মিলন হয় তাহার উপায় কর।

মীণ। যে আজ্ঞা আমি এখনই তাদের অনুসন্ধানে চল্লেম।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদ বন।

শরচ্চন্দ্র ও শশীকলা প্রবেশ।

শরৎ। শশিকলে! কাল রাত্রিতে এখানে তোমার আসিবার কথা ছিল, তোমার আস্‌তে এত বিলম্ব হ'ল কেন?

শশী। নাথ! পিতা কাল প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগ্রত ছিলেন সেই জন্যই কাল সুযোগ পাই নাই। আমার আগমন বিষয়ে কি আপনার কিছু সন্দেহ হয়েছিল।

শরৎ। না—না—আমি জান্তে পেরেছিলেম্ তোমার সুযোগ হয় নাই। আমি তোমার অগ্রে এই প্রমোদ বনে এসে, তোমাকে দেখ্‌তে না পেয়ে, একটু অগ্রসর হ'য়ে দেখ্‌তে যাচ্ছিলেম্।

শশী। নাথ! এইত প্রমোদ বন; আপনার পিতৃস্বসার গৃহ এখান হ'তে কতদূর?

শরৎ। এখনও অনেক দূর আছে।

শশী। নাথ! কিছুক্ষণ এই রমণীয় স্থানে বিশ্রাম কর্‌লে হয় না?

শরৎ। শশিকলে! তুমি পথশ্রান্তিতে অত্যন্ত কাতরা হয়েছ; তোমার মুখারবিন্দের ঘর্ম্মবিন্দুই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। আচ্ছা নিশাবসান পর্য্যন্ত এই স্থানে বিশ্রাম করা যাক্; পরে কল্য প্রত্যুষে উঠে, গমন করা যাবে (বৃক্ষমূলে শৈবালোপরি উভয়ের উপবেশন)

শরৎ। শশিকলে! পিতা মাতার অদর্শনে তোমার কষ্ট হচ্ছে?

শশী। নাথ! আমি কোন্ অপরের কাছে আছি? তবে মধ্যে মধ্যে এই ভাবনা হচ্ছে যে, গত কল্য প্রাতঃকালে তাঁরা আমাকে দেখ্‌তে না পেয়ে কত অনিষ্ট চিন্তা কর্‌ছেন, কত দুঃখ কর্‌ছেন।

শরৎ। শশিকলে! তজ্জন্য কিছু চিন্তা ক'রো না, আমরা শীঘ্রই পুনপ্রত্যাগমন কর্‌ব।

শশী। নাথ! সুস্নিগ্ধনৈশ সমীরণে অল্প অল্প নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে।

শরৎ। বাস্তবিক আমারও; তুমি ত বিশেষ পরিশ্রান্তা। আচ্ছা আমার হস্তোপরি মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাও। (উভয়ের শয়ন ও নিদ্রা)

(মীণকেতনের প্রবেশ)

মীণ। (স্বগতঃ) এই নিশীথ সময়ে এতাদৃশ পরম সুন্দর যুবক যুবতী এই বনমধ্যে নিদ্রা যাইতেছে ইহারা কে? পরিচ্ছদ দর্শনে বোধ হচ্ছে, মহারাজ আমাকে যে প্রাগ্‌জোতিষ্পুর নগরীয় যুবক যুবতীর অন্বেষণে প্রেরণ করিয়াছেন ইহারা

সেই যুবক যুবতী। ইহার দুইটী প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, প্রথমতঃ ইহাদের পরিচ্ছদ প্রাগ্‌জ্যোতিষ্পুর নগরীয়; দ্বিতীয়তঃ ইহারা এই নিবীড় অরণ্য মধ্যে রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতেছে, ইহাদিগের যাহাতে পুনঃসম্মিলন হয় তজ্জন্য মহারাজ আমাকে বিশেষ ক'রে ব'লে দিয়াছেন; ইহাদের সম্মিলনের আর কোন চিন্তা নাই। এক্ষণে এই নিদ্রিত যুবকের নেত্রপুটে কিঞ্চিৎ কুসুম রস প্রদান করি, নিদ্রা ভঙ্গান্তে যুবক প্রথমে এই রমণীকেই অবলোকন করবে তা হলেই কার্য্য সিদ্ধি। (মন্ত্রপুতঃ করিয়া কুসুম রস প্রদান)

নিদ্রান্তে দ্রক্ষসি যাস্ত্বং প্রাণিণঃ প্রমুখ স্থিতান্।
তেষাং প্রণয় পাশেন আবদ্ধাশু ভবিষ্যসি॥

[মীণকেতনের প্রস্থান।

(ইন্দুমতীর প্রবেশ।)

ইন্দু। (স্বগতঃ) হায় বিধাত! এই দুঃখিনীকে যে এত কষ্টে জীবন ধারণ করতে হবে, এ স্বপ্নের অগোচর; এই পৃথিবীতে আমার ন্যায় জনমদুঃখিনী আর কে আছে? নলিনি! তুমি কাঁদ্‌ছ কেন? তুমি কি আমার সঙ্গিনী? তুমি কি আমার মত দুঃখিনী? না—তুমি এখন পতির দর্শনাভাবে কাঁদছ, কিন্তু তুমি ত আমার অপেক্ষা শতগুণে সুখী; নিশাবসানে তোমাকে পুনর্ব্বার প্রফুল্লিত দেখ্‌ব, তুমি ক্ষণকাল পতির বিরহ সহ্য করতে না পেরে কাঁদছ?—কিন্তু এই হতভাগিনী চির কালের

জন্য পতিপ্রেমে বঞ্চিতা হ'ল। নলিনি! তোমার সহিত আমার অনেক প্রভেদ। নিষ্ঠুর স্বামিন্! তুমি আমাকে কি অপরাধে এই নিবীড় অরণ্য মধ্যে একাকিনী রেখে পলায়ন কল্লে? কপট প্রেমিক! এতদিন তোমার হৃদয়ের ভাব জান্তে পারি নাই; এখন জানলেম তোমার হৃদয় গরলে পরিপূর্ণ ছিল। তোমার মৌখিক প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে আমি এত দুর দুর্দ্দশাপন্না হয়েছি। এই নিশীথ সময়ে একাকিনী এখন কোথায় যাই। কে এখন অনাথাকে আশ্রয় প্রদান করে? হিংস্র জন্তুগণ কর্ত্তৃক আহত হলেই সকল জ্বালার উপশম হয়। এখন এই স্থানে একটু শয়ন করি (শয়ন) নিদ্রাদেবি! তুমিও যদি এ সময়ে আমার প্রতি নির্দ্দয়া হও, তা হ'লে আর আমার কে সহায়তা করবে? (উথান) ও কে? ঐ স্থানে না কে নিদ্রা যাচ্ছে? তাইত; এতক্ষণ আশ্রয়াভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেম, বিধাতা সুপ্রসন্ন বলেই এ যাত্রা পরিত্রাণ পেলেম; যাহা হউক ঐ ভদ্র লোকটীর নিকটে গেলে অবশ্যই আশ্রয় পেতে পার্‌বো। (নিকটে গমন) মহাশয়! আপনি কি নিদ্রিত আছেন? যদ্যপি নিদ্রিত না থাকেন, তবে গাত্রোত্থান ক'রে এই অধিনীকে আশ্রয় প্রদান করুন।

শরৎ। (স্বগতঃ) একি! এই নিবীড় বনমধ্যে এ কাহার আবির্ভাব? একি বন দেবী? না, অপ্সরী? আহা কি অপরূপ রূপ!! আজ এই তমসাচ্ছন্ন রজনীতে বনমধ্যে নিষ্কলঙ্ক শশীর উদয়!! ধাতার সৃষ্টীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টী!! অলৌকিক রূপলাবণ্যের এক মাত্র দৃষ্টান্ত স্থল!! ইনি কে?—বোধ হয় কোথায় যেন এঁকে দেখেছি। না—না—কি আশ্চর্য্য! জন্মাবধিই ত নয়ন-চকোর এতাদৃশ রূপ-সুধা পানে বঞ্চিত। তবে

আমার মন কেন এত উদ্বিগ্ন হচ্ছে?—ইনি কি সখি ইন্দুমতী? না—না—না— হতেও পারে?—সন্দেহে প্রয়োজন নাই। (প্রকাশ্যে) সুন্দরি! তুমি কে? তোমারি নাম কি ইন্দুমতী? তুমি এত রাত্রে এখানে কেন?

ইন্দু। (স্বগতঃ) একি শরচ্চন্দ্র! বিধাতা আমার অদৃষ্টে নিতান্তই দুঃখ লিখেছেন।

শরৎ। প্রিয়তমে! এইবার তোমায় চিনেছি—আমার কথার উত্তর দাও—তোমার চিরপ্রফুল্ল মুখকমল আজ এত মলিন কেন?

ইন্দু। যাহা হউক উৎকৃষ্ট ভদ্রের নিকট আশ্রয় আশায় এসেছি।

শরৎ। কেন প্রিয়তমে! আমার কি অপরাধ?

ইন্দু। শরৎ! নিবৃত্ত হও, আর পরিহাসে কাজ নাই। আমার অদৃষ্ট মন্দ, নতুবা কেন সকলের নিকট পরিহাস ও তিরস্কারের পাত্রী হব?

শরৎ। সেকি প্রিয়তমে! আমি তোমায় কি পরিহাস কর্‌লেম?

ইন্দু। শরৎ! এ পরিহাসের সময় নয়। তোমার প্রিয়তমা ঐ স্থানে নিদ্রিতা রয়েছে; এখন তাহার রক্ষণাবেক্ষণে গমন কর; আমার নিকট হ'তে যাও। (শশীকলার নিদ্রাভঙ্গ)

শরৎ। প্রিয়তমা? প্রিয়তমা কে?—তুমিই আমার একমাত্র প্রিয়তমা; তুমিই আমার প্রণয়িনী; যদি অপরাধ ক'রে থাকি, মার্জ্জনা কর; শশীকলা! শশীকলা কে? শশীকলা কি আমার প্রণয়িনী? না—না—ইন্দু! তুমি একদণ্ডের জন্যও সে বিষয় চিন্তা ক'রনা, শশীকলাকে আমি জানি না, তাকে চিনি-না।

শশী। (স্বগতঃ) একি! আমি কোথায়! আমি কি

স্বপ্ন দেখ্‌ছি? না—এত স্বপ্ন নয়; যথার্থই প্রিয়তম শরচ্চন্দ্র ইন্দুমতীকে প্রিয়সম্ভাষণ কর্‌ছেন। বোধ হয় পরিহাস—না—আই বা কেমন ক'রে সম্ভব হয়? যাহার সহিত কখন পরিহাস করেন নাই, তাহার সহিত যে আজ হঠাৎ প্রেমালাপ, একি সম্ভব? ঈশ্বর জানেন; অপরের অভিপ্রায় মনুষ্যে কি জানবে?

শরৎ। প্রিয়তমে! তোমার অতুল সৌন্দর্য্যরাশি দর্শনাবধি আমি যে কি পর্য্যন্ত মুগ্ধ হ'য়ে রয়েছি, তা আর বল্‌তে পারি না। প্রিয়তমে! তোমার অদর্শনে কত যে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করেছি, তা জগদীশ্বরই জানেন। ইন্দু! কেন আর আমাকে কষ্ট দাও, যদি অপরাধ ক'রে থাকি, মার্জ্জনা কর, তোমার সহিত শশী-কলার রূপরাশির তুলনা কর্‌লে শুক ও কালকণ্টকের ন্যায় হ'য়ে উঠে। ইন্দু তুমি কি জান না যে শরত তোমাঅন্ত প্রাণ। তোমার অদর্শনে পলকে প্রলয় জ্ঞান করে?—ইন্দু। মার্জ্জনা কর; শরদেন্দু যেন অকালে অস্তমিত না হয়।

ইন্দু। শরৎ! আমি যে পূর্ণচন্দ্রের নিকট শুভ সন্দর্শন ও মিষ্টালাপের পাত্রী হ'তে পাল্লেম না, ইহাই কি আমার পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই? কেন তুমি আমাকে পরিহাস কর? পূর্ব্বে আমার বিশ্বাস ছিল, যে তোমার বিশিষ্ট রূপ ভদ্রতা আছে; কিন্তু আজকার বাক্যালাপেই সমস্ত জানলেম; ছি ছি! না জেনে একজন অভদ্রের নিকট আজ অবমানিত হলেম্! আর কোন কথায় কাজ নাই।

[অগ্রে ইন্দুমতী তৎপশ্চাৎ ২ শরৎ ও শশীকলার প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রমোদ বনের অপর পার্শ্ব।

পরীস্থল।

(বৃক্ষোপরি কুসুমকুমার, মীণকেতন

ও সহচরগণ আসীন)

কুসু। মীণকেতন! এ কেবল তোমারই অসাবধানতা। কেন তুমি সতর্ক না হ'য়ে এ কার্য্য কর্‌লে? তাদের মিলন হওয়া দূরে থাকুক, এই ঘটনাটী আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তুমি যদি একটু সতর্কতাপূর্ব্বক এ কার্য্য কর্‌তে, তা হ'লে এতদূর ঘট্‌ত না; এ কেবল তোমারই ভ্রান্তি, তুমি কার চক্ষে দিতে কার চক্ষে দিয়াছ। যাহাহউক এর একটা প্রতিকার কর।

মীণ। মহারাজ! আমার এতে কিছুমাত্র অপরাধ নাই। যখন এই বন মধ্যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ্পুর নগরীয় দুইটী পুরুষ ও দুইটী স্ত্রী দেখতে পেলেম, তখন আপনি তাহাদিগের কথা আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহা আমি কি প্রকারে সিদ্ধান্ত কর্‌ব। যাহা হউক তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই, কারণ ইহাদের বাদানুবাদ অতিশয় হাস্যজনক হচ্ছে।

কুসু। মীণকেতন! তোমার হৃদয় কি কঠিন! এই শোকাবহ ঘটনা তোমার নিকট হাস্যাবহ ব'লে পরিগণিত হ'ল? কি আশ্চর্য্য! অপরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া দূরে থাক্; তুমি কি প্রকারে অপরের দুঃখে সুখী হও?

মীণ। ছায়াবিহারি! কেন যে সুখী হই, তা আপনাকে কি প্রকারে জানাব।

কুসু। যাহা হউক, এখন ইহাদের পুনঃ সম্মিলনের উপায় কি?

মীণ। মহারাজ! একবার পুনঃসম্মিলন কর্‌তে গিয়ে এই কাণ্ড! আবার পুনঃসম্মিলন?

কুসু। মীণকেতন! এখন রহস্য রাখ; যাহক্ ইহার একটা প্রতিকার কর।

মীণ। মহারাজ! আর কোন চিন্তা নাই; আমি এবার উভয়কেই বিশিষ্টরূপ চিনেছি। আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন এবারকার অব্যর্থনীয় কৌশল!

(পূর্ণচন্দ্রের প্রবেশ)

কুসু। এই একটী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নগরীয় যুবক না?!

মীণ। আজ্ঞা হাঁ, এই সেই পূর্ব্বদৃষ্ট যুবক।

কুসু। আচ্ছা, ইহারা কি অভিপ্রায়ে এই বনমধ্যে বিচরণ কচ্ছে?

মীণ। অবশ্য কোন কারণ আছে, মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

পূর্ণ। (স্বগতঃ) তাইত, এতস্থান অন্বেষণ কর্‌লেম্, কোথাও ত দেখ্‌তে পেলেম্ না। নিশ্চয়ই তাহারা পূর্ব্বাভি

লক্ষিত স্থানে গমন করেছে। আমার সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হ'ল। এই কি অন্বেষণের ফল! ওঃ! হঃ! প্রিয়তমে ইন্দুমতি! তোমাকে কি আমি জন্মের মত হারা'লেম্?—আমার ন্যায় বিশ্বাস-ঘাতক নরাধম আর জগতীতলে কে আছে? এ জগতে এমন কি লোমহর্ষণ কার্য্য আছে, যাহা পূর্ণচন্দ্রের দ্বারা সম্পাদিত না হয়? যাহার একমাত্র ভরসা আমি, যে শয়নে স্বপনে কেবল আমাকেই চিন্তা ক'রে জীবিত ছিল, আমি সেই নিঃসহায়া পতিপ্রাণা কামিনীর কোমল অন্তঃকরণে আঘাত কর্‌লেম্, ইহা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর কার্য্য আর কি হতে পারে?—অনু-তাপ ব্যতিত ইহার আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই; ওঃ হঃ ইন্দু! তুমি কি জীবিত আছ? আর কি তোমাকে দেখ্‌তে পাব? না, ওঃ! হঃ! এ হৃদয়ের নরকাগ্নি কিসে নির্ব্বাপিত হবে? হায়! হায়!—ওঃ!

(অগ্রে ইন্দুমতীর ও তৎপশ্চাৎ শরতের প্রবেশ)

ইন্দু। শরত! নিবৃত্ত হও; আর আমার পশ্চাতে এস না। তোমার ন্যায় কপট প্রেমিকের অভাব নাই। শরত! মার্জ্জনা কর; কেন তুমি জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদান কচ্ছ? ইহা ভদ্রের কার্য্য নহে। অভদ্রের অবমাননা ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

শরৎ। প্রিয়তমে! আমি তোমার নিকট এমন কি অপ-রাধে অপরাধী, যে ক্ষণকালের জন্য তোমার অমিয় বচনসুধা পানেও বঞ্চিত। ইন্দু! মার্জ্জনা কর, দেখ তোমার রূপলাবণ্যে

মুগ্ধ হ'য়ে একান্ত সরল হৃদয়া শশীকে পশ্চাৎ ফেলিয়া এলেম, আমার প্রতি একবার কৃপাকটাক্ষ কর।

পূর্ণ। (স্বগতঃ) একি যথার্থই পূর্ণের হৃদয় শোভিনী ইন্দু! না—না—এ আমার ভ্রম! আর কি ইন্দু পূর্ণের হৃদয়াকাশে উদিতা হবে?—ওকে? শরচ্চন্দ্র না? তাইত! না—না—এ আমারই ভ্রম নয়? এ যথার্থই পূর্ণের হৃদয়হারিনী ইন্দুমতী! (অগ্রসর হইয়া) প্রিয়তমে! আমি ঘোর নারকী, ওপ্রকার দুষ্কার্য্য আর কখন কর্‌ব না; এই বার আমাকে ক্ষমা কর। (হস্ত ধারণ করিতে উদ্যত)

শরৎ। মহাশয়! হস্তধারণ কর্‌বেন্ না, কেন আর অপরিচিতা বালিকার হস্তধারণ ক'রে পাপের পথ প্রসারিত করেন? এই কি ভদ্রের কার্য্য?

পূর্ণ। মহাশয়! আপনি যাকে অপরিচিতা বল্‌ছেন, সে ব্যক্তি আপনাপেক্ষা আমার বিশেষ পরিচিতা। অধিক কথায় আর প্রয়োজন নাই। আপনার যেন ইহাও স্মরণ থাকে যে ইহলোকেই ধর্ম্মের পুরস্কার! আর ইহলোকেই পাপের দণ্ড!!! আরও এক কথা, যদি আপনি ইন্দুমতীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে থাকেন, ত শীঘ্র ও রূপ বিস্মৃত হন্।

(অন্বেষণ করিতে করিতে শশীকলার প্রবেশ)

শরৎ। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয়তমে! তুমি আমার সঙ্গে এস। এ দুষ্টের সহিত আর বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই।

পূর্ণ। কোথায় যাবে?

শরৎ। আপনার জিজ্ঞাসায় আবশ্যক কি?

শশী। (স্বগতঃ) এ কি? আমারই ভ্রম?—না—না—এ আমারই দুরদৃষ্টের ভবিষ্যৎ চিত্রপট!!!

ইন্দু। (স্বগতঃ) ওঃ! এতক্ষণে বিদ্রূপের কারণ বুঝ্‌লেম। নিশ্চয়ই এরা তিন জনে পরামর্শ ক'রে আমাকে পরিহাস ক'রছে। (প্রকাশ্যে) মহাশয়! নিবৃত্ত হউন, আর পরিহাসে কাজ নাই (শশীকলার প্রতি) পাষাণহৃদয়ে! তোমার কি এই উচিত? শরৎকে উপহাসজনক মিথ্যা প্রশংসা দ্বারা আমাকে বিরক্ত করতে শিক্ষা দেওয়া কি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম? যে পূর্ণচন্দ্র আমাকে একদিন পদাঘাত ক'রে দূর করেছে, আজ যে সেই পূর্ণচন্দ্র আমাকে পরী, অপ্সরী, ব'লে ব্যঙ্গ কর্‌ছে, এও কি তোমার পরামর্শে নয়? (সরোদনে) শশিকলে! নিরুপায় বন্ধুকে ঘৃণা পরিহাস কর্‌বার জন্য অন্যের সহিত ষড়যন্ত্র করতে কি তোমার কিছুমাত্র লজ্জা বা দয়া হ'ল না? আমাকে যে তুমি পূর্ব্বে ভগ্নীর অপেক্ষা স্নেহ মমতা কর্‌তে, সে সকলই কি তোমার চাতুরি? শশিকলে! তোমার কোমল মনে যে এত কঠিন বিষয় স্থান পাবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তুমি একবার স্মরণ ক'রে দেখ, আমাদের বিচ্ছেদ কত বিরল প্রচার ছিল, আমরা এক শস্যের দ্বিদলের ন্যায় একত্র বর্দ্ধিতা হয়েছি; শশিকলে! তুমি যে এক্ষণে সেই দুঃখিনী প্রিয়বয়স্যাকে ঘৃণা কর্‌বার জন্য পুরুষের সহিত মন্ত্রণা ক'রেছ, ইহা তোমার বন্ধুতা বা ধর্ম্মের কর্ম্ম হয় নাই।

শশী। সখি ইন্দুমতি! আমি তোমার কথায় আশ্চর্য্য ও যার পর নাই দুঃখিত হলেম্। যে প্রিয়বয়স্যাকে ঘৃণা কর্‌বার জন্য পুরুষের সহিত ষড়যন্ত্র ক'রে, সখি! আমি অন্তরের সহিত

বল্‌ছি, তাদেরই জন্য ভয়াবহ নরকের সৃষ্টি ! সে প্রকার বিশ্বাস-ঘাতিনী ভিন্ন নরকের আর উপযুক্ত পাত্রী কে ? আমি এ ঘটনার বিন্দু বিসর্গও জানি না।

শরৎ। প্রিয়তমে ! আর বৃথা পাপিষ্ঠার সহিত কলহে প্রয়োজন কি ? তুমি আমার সহিত এস।

ইন্দু। শশিকলে ! বুঝলেম্‌;—এ তেমারই মন্ত্রণা, ভাল ;—আরও পরিহাসের জন্য ইহা দিগকে উত্তেজিত ক'রে দাও। যদি তোমার শরীরে দয়া বা স্নেহ থাকৃত, তা হ'লে কদাচ তুমি আমার সহিত এমন ব্যবহার করতে না।

শশী। সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বরই জানেন্‌।

পূর্ণ। প্রিয়তমে ! তুমিও যে দুষ্টের সহিত দুষ্ট হ'লে দেখ্‌ছি। চল গৃহে যাই। (হস্তধারণ)

শরৎ। পূর্ণচন্দ্র ! সাবধান, আমার সমক্ষে ইন্দুমতীর গাত্র-স্পর্শ ক'রো না। পাপিষ্ঠ ! (হস্তধারণ করিয়া) তুই কি মনে করেছিস্‌ ইন্দুমতী নিরাশ্রয়া ? এখনও বল্‌ছি হস্ত ত্যাগ কর। নচেৎ——

পূর্ণ। দুরাচার ! জান্‌লেম্‌ আপনার মৃত্যুর পথ তুই আপনিই পরিষ্কার করছিস্‌। আর আমার অপরাধ নাই। আমি যদি আজ এ স্থানে উপস্থিত না থাকৃতেম্‌, তা হ'লেত আজ একটী কামিনীর কোমল মনে দুর্ব্বিসহ ব্যথা লাগত। তোর যদি জীবনের আস্থা থাকে, এখনই পলায়ন কর।

শরৎ। রে পাষণ্ড ! তুই যখন প্রাণাধিকা ইন্দুমতীকে পদদ্বারা স্পর্শ করেছিলি। সেই সময় যদি আমি উপস্থিত থাক্‌তেম্‌, তা হ'লে সেই মুহূর্ত্তেই তোকে যমালয়ের পথিক

করতেম, জন্মের মত পৃথিবীর সুখ সম্ভোগ হ'তে বঞ্চিত কর্‌তেম্। প্রিয়তমে! তুমি এস।

ইন্দু। (স্বগতঃ) তাই ত, আমার সহিত এত বিদ্রূপ কেন? দুষ্টের দুরভিসন্ধি সন্দেহ নাই। (প্রকাশ্যে) আপনারা অতিশয় ভদ্র জেনেছি; উভয়েই আমার হস্ত পরিত্যাগ করুন, অবলা পীড়নে কোন পৌরুষ নাই; বিশেষতঃ নির্জ্জনে, রাজ্য মধ্যে হ'লে উচিত মত প্রতিফল পেতেন্।

পূর্ণ। পাষণ্ড! তোর নিতান্তই মরিবার বাসনা? আর তোর রক্ষা নাই। (কটীবন্ধ হইতে অসি নিষ্কাষণ) তোর্ যা বাসনা থাকে এইবার বল্। (আক্রমণের চেষ্টা)

শরৎ। (বাধা দিয়া) হাঃ—হাঃ—হাঃ—তোর আস্ফালন দেখ্‌লে, হাস্য সংবরণ করা কঠিন হয়। তুই শরতের নিকট বীরত্ব জানাতে এসেছিস্, তোর ন্যায় শত শত বীরকে আমি পদ তলে দলিত কর্‌তে পারি। আমি মনে ক'রেছিলেম, তোর মত ক্ষুদ্র জীবকে বধ ক'রে এ হস্ত আর কলঙ্কিত কর্‌ব না;—কিন্তু কি করি, দংশনাশক্ত পিপীলিকাকেও জীবিত রাখা যুক্তি সিদ্ধ নয়। (অসি নিষ্কাষণ) একান্তই যদি তোর মর্‌বার বাসনা থাকে, চল্ এক অনাবৃত স্থানে গিয়ে, তোর মনস্কামনা পূর্ণ করি।

পূর্ণ। পূর্ণ তাতে ভীত নহে। চল, তোরই অভিলষিত স্থানে গিয়ে তোর রণসাধ মিটাই! চল, তোর মনস্কামনা পূর্ণ ভিন্ন পূর্ণ হওয়া কঠিন।

(ইন্দুমতী ও শশীকলাকে রাখিয়া উভয়ের অনাবৃত স্থানে গমন; একদিক দিয়া ইন্দুমতী ও অপর দিক্ দিয়া শশীকলার প্রস্থান)

মীণ। কেমন রহস্য মহারাজ! অতিশয় হাস্য জনক কি না? হা—হা—হা—(হাস্য)

কু। মীণকেতন! এ কেবল তোমারই ভ্রান্তি! তোমারই অসাবধানতায় প্রণয়ীদিগের এই কষ্ট! এখন উপায় কি? (ক্ষণেক চিন্তার পর) মীণকেতন! এক কার্য্য কর।

মীণ। কি ক'রতে হবে আজ্ঞা করুন।

কু। তুমিত শুন্‌লে যে, পূর্ণচন্দ্র ও শরত, যুদ্ধাভিপ্রায়ে এক অনাবৃত স্থান অন্বেষণে গেল; এক্ষণে আমার আজ্ঞানুসারে তুমি এই ধবল কৌমুদীকে নিবীড় কুজ্‌ঝটিকায় পরিণত ক'রে, এই প্রণয়ীদিগকে এ প্রকারে পরিচালন কর, যাতে কেহ কাহাকে দেখ্‌তে সক্ষম না হয়।

মীণ। মহারাজ! অন্ধকার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?

কু। শুন; তার পর তাদের নিকট পরস্পরের স্বর কল্পনা ক'রে, নিষ্ঠুর তর্জ্জন গর্জ্জন দ্বারা তাদের ক্রোধ বৃদ্ধি ক'রে দাও, এ প্রকার কর্‌তে হবে, যে তারা যেন যুদ্ধাভিলাষে তোমারই পশ্চাৎ ধাবমান হয়, তোমার কাল্পনিক স্বর শুনিবামাত্র, তাহারা যেন মনে করে যে, আমাদের বিপক্ষই স্পর্দ্ধা ক'রে, যুদ্ধাহ্বান কর্‌ছে।

মীণ। আহা! প্রণয়ীদিগকে বৃথা তিরস্কার ক'রে কি হবে?

কু। এতদূর কোমলঅন্তঃকরণ তোমার কত দিন হ'ল?

মীণ। আজ্ঞা, আমিত আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছি যে, অভ্যাসটা ক্রমান্বয়ে দমন কর্‌তে হবে।

কু। অতি উত্তম। তার পর শুন; যখন তুমি দেখবে, তারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হ'য়েছে, আর গমন কর্‌তে অক্ষম,

সুতরাং নিশ্চয়ই তারা শ্রান্তি দূর হেতু নিদ্রা যাবে। তৎকালে অতি সতর্কতাপূর্ব্বক শরতের চক্ষে এই দ্বিতীয় কুসুমের রস প্রদান ক'রবে; তা হ'লে সে জাগ্রত হইবামাত্র এ নূতন অনুরাগ বিস্মৃত হ'য়ে, শশীকলার প্রতি পূর্ব্ববৎ আশক্ত হবে। তাতে ঐ কুমারীদ্বয় স্ব স্ব প্রণয় ভাজন পেয়ে সুখী হবে। তখন তাহারা নিশ্চয়ই এই মনে ক'রবে, যে আমাদের সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা হ'য়ে গিয়েছে, সে সকল কেবল বিরক্ত জনক স্বপ্ন!!! তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি?

মীণ। আজ্ঞা কিছুই না।

কু। এক্ষণে আর এক কর্ম্ম কর।

মীণ। আজ্ঞা করুন।

কু। আমার মহিষী কার প্রেমে উন্মত্তা হ'য়েছে, আমি দেখ্‌তে ইচ্ছা করি।

মীণ। অতি উত্তম, অতি উত্তম, তাই চলুন।

কু। তোমার চরিত্র শোধনের আর বিলম্ব নাই।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।



প্রথম গর্ভাঙ্ক।



(নদীতীরবর্ত্তী পরীকুঞ্জে কুসুমকুমারী নিদ্রিতা)

(জনৈক পথিকের প্রবেশ)

পথিক। (স্বগতঃ) আঃ! অদৃষ্টে এত দুঃখও ছিল, কোথায় গৃহ, কোথায় আমি। ঈশ্বর যাকে কষ্ট দেন, তাকে এই প্রকারেই দিয়ে থাকেন। স্ত্রীর বাক্যযন্ত্রণায় গৃহত্যাগী হ'লেম্, মনে করলেম্, অন্য কোন স্থানে গিয়ে সুখী হ'ব, তা কি হবার যো আছে? যে দুঃখ সেই দুঃখ। ওঃ! (দীর্ঘনিশ্বাস) আর চল্‌তে পারি না; পা দুট টন্ টন্ করছে; আর পায়েরি বা দোষ কি? এই সমস্ত দিন, আর এই সমস্ত রাত্রিটা ঘোরা যাচ্চে; এখনও জলস্পর্শ হয় নাই; উঃ! কি কষ্ট! লোকে যে বলে "সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোয়" তাই হয়েছে আমার। কোথায় যে বনের মাঝে এলেম, তারও ঠিক হচ্চে না। যে দিকে যাই সেই দিকেই বন; বনে বন। তার মধ্যে আবার এইটে বাহারি বন, আরত চলতে পারা যায় না, এ বন থেকে এখন

বেরুই বা কেমন ক'রে? এই খানে একটু বিশ্রাম করি। (উপবেশন) দুর হ'গ্‌গে ছাই, আবার যত ঘুম এইখানে। (নিদ্রাকর্ষণ) আর ঘুমেরি বা দোষ কি? (শয়ন ও নিদ্রা)

(কুসুমকুমার ও মীণকেতনের প্রবেশ)

কু। রাণী যে এখনও নিদ্রিতা।

মীণ। তাইত মহারাজ, আমাদের অভিষ্টসিদ্ধির ত কোন উপায় দেখ্‌ছি না।

কু। আমার বোধ হয় রাণী অনেকক্ষণ নিদ্রা গেছে; এখনই জাগ্রতা হবে, তুমি এক কর্ম্ম কর।

মীণ। আজ্ঞা করুন।

কু। একে উত্তম রূপ শিক্ষা দেওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য; কিন্তু এখন এখানে এমন কোন ঘৃণিত অথবা দুর্দ্ধর্ষ প্রাণী উপস্থিত নাই, যে তাহার প্রেমে উন্মত্তা হবে; তবে এখন আর এক উপায় অবলম্বন কর্‌তে হ'ল, এখন তোমাকে একটু কষ্ট কর্‌তে হবে, আমার শয়নকক্ষে পর্য্যঙ্কের নিচে একটী গর্দ্দভের কৃত্রিম মুণ্ড আছে, সেইটী আনয়ন কর।

মীণ। অবশেষে কি আপনাকেই গর্দ্দভ হ'তে হ'ল?

কু। কে হবে পরে জান্‌তে পারবে; এখন যাও, একটু শীঘ্র এস।

মীণ। যেআজ্ঞা।

[প্রস্থান।

কু। (স্বগতঃ) অগ্রে পাপিষ্ঠাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে, পরে তাদের সম্মিলনের উপায় কর্‌তে হবে, পাপিষ্ঠা গর্দ্দভের

প্রেমে উন্মত্তা হ'য়ে থাক্। তবে যথার্থ না হ'য়ে কল্পিত হ'ল, তা হক্ তার জন্য চিন্তা নাই।

(গর্দ্দভের মুণ্ড লইয়া মীণকেতনের প্রবেশ) প্রদান ও দূরে অপসরণ।

কু। মীণকেতন! তোমার সহিত আমার এক পরামর্শ আছে, শোননা বলি।

মীণ। মহারাজ! আমাকে মার্জ্জনা করুন, আমার দ্বারা হবে,না।

কু। কি হবে না?—

মীণ। আমি কোন ক্রমেই গর্দ্দভের মুখস্ পর্‌তে পার'ব না।

কু। আমি কি তোমাকে গর্দ্দভের মুখস্ পরতে বল্‌ছি? শুনই না।

মীণ। আজ্ঞা—আমি যাচ্ছি, কিন্তু আমায় মাপ করুন। (ক্রমশ অগ্রসর)

কু। দেখি? দেখি? কেমন হয় (বলপূর্ব্বক মুখস্ পরাওন)

মীণ। মহারাজ! ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, আমায় ছেড়ে দিন্।

কু। ক্ষণেক অপেক্ষা কর, দেখ্‌তে অতি সুন্দর হয়েছে।

মীণ। মহারাজ! ঐ রকম সুন্দর আপনি হন্, আমায় ছাড়ুন।

কু। (পরিত্যাগ করিয়া) মীণকেতন! তুমি যে ব্যস্ত হ'লে, যথার্থই তোমায় সুন্দর দেখিয়েছিল।

মীণ। আমি পূর্ব্বে জান্‌লে, কখনই ও অপদার্থটাকে এখানে আনতেম্ না।

কু। পরিধানে দোষ কি? তুমি যথার্থত আর গর্দ্দভ হ'লে না।

মীণ। মহাশয়! আপনাকে আর বিশ্বাস কি? আপনিত তাও পারেন।

কু। যাহক্, এখন উপায় কি?

মীণ। তাইত, উপায় এখন আপনি।

কু। এখন রহস্য রাখ।

মীণ। কি করবেন্ করুন।

কু। ঐ স্থানে না কে এক ব্যক্তি নিদ্রিত রয়েছে? দেখ দেখি অন্ধকারে স্পষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে না।

মীণ। আজ্ঞা হাঁ তাইত। (গমন ও পুনশ্চ আসিয়া) মহারাজ। যথার্থই ঐ স্থানে এক ব্যক্তি নিদ্রা যাচ্ছে, বোধ হয় কোন পথিক পথভ্রান্তি প্রযুক্ত এখানে এসে পড়েছে।

কু। উত্তমই হয়েছে, তবে ঐ ব্যক্তির মস্তকে গর্দ্দভের মুণ্ড বসাইয়া দেওয়া যাক্

মীণ। যে আজ্ঞা, ও তৎসঙ্গে যেন প্রকৃতির বিভিন্নতাটাও ঘটে।

কু। অবশ্য—অবশ্য।

মীণ। তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? মহিষী এখনই জাগরিতা হবে।

কু। তুমি অগ্রসর হ'য়ে কার্য্য নির্ব্বাহ কর।

মীণ। যে আজ্ঞা। (গমন ও পরাইয়া) হাঃ! হাঃ! হাঃ! মহারাজ! অবিকল গর্দ্দভ! অবিকল গর্দ্দভ!! মহারাজ! এই ব্যক্তির যে এই কদাকার রূপ, একে মুখস্ না পরালেও চলে।

কু। বাস্তবিক, তবে আর আবশ্যক নাই। তুমি মুখস্ রেখে দাও। এস আমরা বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইগে। কুসুমকুমারী এখনই জাগরিতা হ'য়ে, নিশ্চয়ই এই ব্যক্তিকে নেত্র পথের পথিক কর্‌বে।

মীণ। আজ পথিককে না দেখ্‌তে পেলে যে কি হ'ত, বলা যায় না। আমার সুভাদৃষ্ট বল্‌তে হবে। চলুন আমরা গোপনে অবস্থিতি করিগে। (উভয়ের বৃক্ষান্তরালে গমন)

কুসু। (নিদ্রাভঙ্গান্তে উঠিয়া) আজ অনেক্ষণ নিদ্রা গেছি; সখীগণ এখনও পুষ্পচয়ন ক'রে প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই। আহা! বসন্ত সমাগমে বৃক্ষ লতাদি নব কিশলয়ে, ভূষিত হ'য়ে উদ্যান আলোকিত ক'রেছে; সমস্ত প্রকৃতিই আনন্দসলিলে মগ্ন। স্রোতস্বতী নৈশ সমীরণে নাচিয়া নাচিয়া প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু এই সুস্নিগ্ধ সমীরণ অভাগিনীর হৃদয় স্তরে স্তরে দগ্ধ করছে। শশধর তুমিত সমস্ত প্রকৃতিকেই শুক্ল কৌমুদী বসনে আবৃত করেছ; তবে এ অভাগিনীর হৃদয় তমসাচ্ছন্ন কেন? ওঃ! জানলেম্, এ হৃদয় আলোকিত কর্‌বার ক্ষমতা তোমার নাই। জগদীশ্বর! আমার বিশ্বাস ছিল, পরীবংশ চিরসুখী, কিন্তু তুমি যে এ বংশে কষ্ট লিখে, হস্তকে কলঙ্কিত করেছ, তা আমি জান্তেম্ না। কন্দর্প! তুমি ধন্য, তোমার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে আমিও পরাস্ত হ'লেম; কিন্তু এতে তোমার কিছুমাত্র পৌরুষ নাই; কারণ রমণীর প্রতি অত্যাচার নীচের কার্য্য!!

কুসু। (সরোদনে)

রাগিণী আলেয়া—তাল আড়া।

নিদয় বিধাতা তব, এতই কি ছিল মনে।
গোপনে বিরহ-কীট, পশালে প্রেম-প্রসুনে॥

বল বিধি প্রাণ খুলে,
কি লিখেছ মম ভালে ;
কেন ভাসি অশ্রুজলে, কেন কাঁদে প্রাণ ;—
সহেনা যাতনা এত, ছায়া বিহারিণী প্রাণে।
জুড়াতে জীবন জ্বালা, পশিতে হ'ল জীবনে ॥

(দীর্ঘনিশ্বাস)

কুসু। সখীগণ ত এখনত এল না, এখানে আর একাকিনী থাক্‌তে পারি না (ইতস্ততঃ অবলোকন) ওখানেও কে ?—তাইত যথার্থই কে শয়ন ক'রে রয়েছে (উঠিয়া) একি ! গর্দ্দভ !! আহা ! এমন সুন্দর গর্দ্দভ কোথাও ত দেখি নাই। কি লম্বিত কর্ণদ্বয় ! কি সুদীর্ঘ উজ্জ্বল লোচন যুগল ! কি মনোহর লোমশ গণ্ডস্থল ; হে শোভন গর্দ্দভ ! বিধাতা কি তোমাকে সকল সৌন্দর্য্যের আকর ক'রেছেন ! বোধ হয় তুমি দেবদূত ; গর্দ্দভের আকৃতি ধ'রে, আমায় ছলনা কর্‌তে এসেছ ; (নিকটে গমন করিয়া) সুন্দর ! যদি তুমি জাগরিত থাক, গাত্রোত্থান কর, এই কঠিন ভূপৃষ্ঠে শয়ন ক'রে কেন ? ভূপৃষ্ঠ কি তব সম ব্যক্তির উপযুক্ত ? চল মনোহর পুষ্পশয্যায় তোমায় শয়ন করাইগে।

পথি। (উঠিয়া) সুন্দরি ! তুমি কে ? এই ভয়ঙ্কর মহাবনে তুমি কোথা হ'তে এলে ? অপ্সরি ! এই কুঞ্জবন মধ্যে কি তোমার বাসস্থান ? যদি তুমি কৃপা ক'রে এ অধমকে দর্শন দিলে, তবে বহির্গমনের পথ দেখাইয়া দাও—আমার বড় ভয় হয়েছে।

কুসু। সেকি, তুমি পরিশ্রান্ত হয়েছ ; কিয়ৎকাল এই

খানে বিশ্রাম কর, আমার পরিচারিকারা কর্ম্মোপলক্ষে স্থানান্তরে গেছে, এলেই তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ক'রে দিই; তাহারাও আগত প্রায়। তোমার কোন ভয় নাই; পর্য্যঙ্কোপরি উঠে ব'স।

পথি। না—না—থাক্; আমি তোফা আছি; ও পুষ্পশয্যা অপেক্ষা মাটী হাজার গুণে উত্তম। আচ্ছা সুন্দরি! তোমার পরিচারিকারাও কি তোমার মত সুন্দরী।

কুসু। কেন? আমাকে কি তোমার সুন্দর বোধ হ'য়েছে?

মীণ। মহারাজ! গুণ ধ'রেছে।

কু। চুপ্।

পথি। বিলক্ষণ! হ্যাঁ দেখ সুন্দরি! তুমি আমাকে প্রতারণা কর, আর যাই কর, কিন্তু আমি জানি যে মর্ত্ত্যলোকে এমন রূপ হ'তে পারে না। আর তোমার ডানা দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে, যে তুমি বিদ্যাধরী।

কুসু। সুন্দর! তবে শোন; যথার্থই আমি স্বর্গীয়া অপ্সরী কিন্তু বল্‌তে কি, তোমার ন্যায় রূপবান পুরুষ স্বর্গেও দুর্ল্লভ।

পথি। হাঃ—হাঃ—হাঃ—যেদিন আমার ডানা বেরোবে, সেই দিন আমি—হাঃ—হাঃ—হাঃ—সুন্দর হ'ব। (দূরে পরিচারিকাগণকে দেখিয়া) সুন্দরি! এইবার আমায় রক্ষা কর;—ঐ দেখ ঐ আস্‌ছে; ওঃ বাবা! ওদেরও যে ডানা!!

কুসু। ভয় কি? তুমি পর্য্যঙ্কের উপর উঠে বস; ওরাই আমার পরিচারিকা।

পথি। (উঠিয়া উপবেশন) আঃ বাঁচলেম্; তবু ভাল; আমার কোন অনিষ্ট কর্‌বে না তো?

কুসু। (নিকটে বসিয়া) না—না—।

(পরিচারিকাগণের প্রবেশ)

মালতি! তোমাদের আস্‌তে এত বিলম্ব!

মাল। মহিষি! আমরা সখীগণের সঙ্গে পুষ্পচয়নে গমন করেছিলেম্‌।

কুসু। তা বেশ করেছ। এক্ষণে তোমরা অতিথি সৎকারে তৎপরা হও। (পথিকের প্রতি) হৃদয়েশ্বর! সম্মুখে পরিচারিকারা উপস্থিত। এক্ষণে তোমার কি কি কর্‌তে হ'বে আজ্ঞা কর।

মাল। (স্বগতঃ) মহিষীর এ রোগ কেন হ'ল একটা গর্দ্দভ সদৃশ কদাকার মানবের সহিত একত্রে এক শয্যায় উপবেশন!! ছি! ছি! ছি!

পথি। তোমরা একজন আমার মাথাটা চুল্কে দাও।

মাল। যে আজ্ঞা——(ঐ রূপ করণ)

পথি। মালতি! অম্নি মাথার পোকা গুলোকে মেরে ফেল! আঃ—আঃ—আঃ—ভারি আরাম বোধ হচ্ছে।

কুসু। হৃদয়েশ্বর! আর কি কর্‌তে হবে, আজ্ঞা কর। প্রমোদা! তুমি এক কাজ কর।

পথি। না, এখন আর কিছুই কর্‌তে হবে না।

কুসু। নাথ! প্রমোদা কিছু সুমিষ্ট ফল আনুক।

পথি। সুমিষ্ট ফলে আবশ্যক নাই, বরং কিছু ছোলা, কি হদ্দ একটা কলা আন্‌তে পাঠাও।

কুসু। আচ্ছা তিলবীজ! তুমি যাও। প্রমোদা ও কুসুমলতা তোমরা প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্তা হও।

তিল। যে আজ্ঞা।

[পরিচারিকাগণের প্রস্থান।

পথি। সুন্দরি! আমার নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে।

কুসু। হৃদয়েশ্বর! তুমি শয়ন কর, আমি বাহুদ্বয়ে তোমায় আলিঙ্গন ক'রে থাকি। (শয়ন ও আলিঙ্গন)

কু। মীণকেতন! চল আমরা বাহির হই।

মীণ। এই যথার্থ লগ্ন; এই সময় চলুন। (উভয়ের বহির্গমন)

কু। মীণকেতন! দেখ দেখ, একটী স্বর্গীয়া রমণী গর্দ্দভ সদৃশ এক নরলোকের প্রেমে উন্মাদিনী হয়েছে।

মীণ। তাইত, মহারাজ! (অগ্রসর হইয়া) ও মহারাজ! রাণী যে;—অ্যাঁ একি? এঁর মতি বুদ্ধি এ প্রকার হ'ল কেন?

কু। একে? আমার কুসুমকুমারী? হা—হা—হা—(হাস্য)

কুসু। (অধোমুখে অবস্থিতি)

কু। রে দুষ্টা পরীকুলকলঙ্কিনী! তোর এ প্রকার চরিত্র! তুই চিরকালের জন্য পরীকুলে কলঙ্কস্থাপনা করলি। তুই আমার সঙ্গ অসৎ বিবেচনা ক'রে, এখন কি না গর্দ্দভের সঙ্গাশ্রয় করেছিস্। পাপিষ্ঠা! তুই কি ব'লে গর্দ্দভকে পতি ব'লে সম্ভাষণ করলি? যাহক্ তুই অতি সৎসঙ্গ আশ্রয় করেছিস্।

কুসু। হৃদয়েশ্বর! আপনারই কৃতগুণে আমার এই দুর্দ্দশা! পতি অবমাননার প্রত্যক্ষ চিত্র!! (চরণ ধারণ) আমি আপনার চরণে বিশেষ অপরাধে অপরাধিনী। এ দাসীকে চরণে স্থান দিন্। আপনি বিজ্ঞ, আপনিত জানেন, "অবলার দুর্ম্মতি

মার্জ্জনীয় (চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন) এ অধিনীকে কলঙ্কস্রোত হ'তে উদ্ধার করতে হবে।

কু। কুসুমকুমারি! তুমিইত শপথ ক'রে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করেছ, আর সেই জন্যই তুমি এত দুর্দ্দশাপন্না; আচ্ছা এখনও যদি তুমি অভিলষিত সন্তান প্রদানে স্বীকৃতা হও, তা হ'লে তোমার পরিত্রাণের উপায় করতে পারি।

কুসু। তখন আমি দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ সন্তান প্রদানে অস্বীকৃত হয়েছিলেম্, তার প্রতিফলও পেলেম, যদি অনুগ্রহ ক'রে সন্তান গ্রহণ করেন, দাসী এখনই প্রস্তুত।

কু। আচ্ছা সে সন্তান কোথায়?

কুসু। মালতি! খোকাকে আন ত।

মাল। যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

কুসু। হৃদয়েশ্বর! যদি দাসীকে পুনরায় চরণে স্থান দিলেন, পূর্ব্বের কথা সমস্ত যেন স্মরণ না করেন।

কু। মহিষি! আমি পূর্ব্বের সমস্ত কথা বিস্মৃত হয়েই,তোমায় গ্রহণকরলেম্। (মীণকেতনের প্রতি) মীণকেতন! ঐ পথিককে মানব প্রকৃতিতে পরিবর্ত্তিত ক'রে বহির্গমনের পথ দেখাইয়া দাও।

মীণ। ওহে পথিক! গাত্রোত্থান কর, আর কেন?— হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)

পথি। কে?—ছোলা এনেছ?—কৈ দাও।

মীণ। (ফুৎকার প্রদান করিয়া) আমার সহিত এস আমি তোমায় পথ দেখাইয়া দিতেছি।

পথি। কি বাবা! আমাকে পথ দেখাইয়া দেবে। এস বাবা এস, আ! বাঁচলুম্। বাবা, তুমি চিরজিবী হ'য়ে থাক। চলত বাবা কোন্ দিকে যাব।

মীণ। এস আমার সঙ্গে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

কুসু। নাথ! সখীগণ অনেকক্ষণ পুষ্পচয়নে গেছে, তারা এখনই আস্‌বে, আসুন ততক্ষণ এইখানে একটু উপবেশন করি (উভয়ের উপবেশন)

(নেপথ্যে গীত)

মুলতান—ভরতঙ্গা।

মধুর এ মধুমাসে হাসিছ প্রকৃতি সতী।
কাঁদিছে স্বর্গীয়াবালা, হারাইয়া প্রাণপতি॥
জেনেছি তব স্বভাব, স্বভাবের এ কি ভাব!
কাঁদাইয়া অবলারে, একি আমোদের রীতি!
দেখ চাহি মুখতুলি, পড়িছে কুসুম ঢলি,
হাঁসিতেছ টিপি টিপি, হেরি তাহার দুর্গতি॥

(সখীগণের প্রবেশ)

চপ। সখি! দেখ দেখ, যুগলরূপ প্রমোদকুঞ্জ আলোকিত ক'রেছে।

ক্ষণপ্রভা। তাইত, সখি! ছিন্ন মাধবী আবার যে সহকার আশ্রয় করবে, তা এক দণ্ডের জন্যও ভাবি নাই।

কু-ল। সখি! তোমার বল্‌বার ভুল, সহকার মাধবী আশ্রয় করেছে।

কু। কুসুমলতে! তোমারই কথা সত্য।

চপ। সখি! আজ আমাদের কি আনন্দের দিন! প্রকৃতি! এর ক্ষণেক পূর্ব্বে তোমাকে প্রফুল্লিতা দেখে, আমরা ক্রোধপ্রকাশ ক'রেছিলেম, কিন্তু জান্তেম্ না, যে তুমি সখীকে হাসাইয়ে, আপনি হাস্‌ছ; এখন নিষেধ নাই, আর যদি পার হাস।

ক্ষণ। কুসুমলতা! আজ আমাদের কুসুম চয়ন সার্থক হ'ল; এস, সখি কুসুম কুমারীকে কুসুমে সজ্জিত করি।

কু-ল। সখি! তোমার অনেক দিন কবরী বন্ধন করি নাই; এস, আজ বেঁধে দিই। (তথাকরণ)

চপ। (উভয়ের গলায় মাল্য দিয়া)

নৃত্য ও গীত।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

সই অপরূপ, হের কিবা রূপ,
মোহন মাধুরী; প্রমোদ বনে।
জলদে চপলা, করিতেছে খেলা,
নাচিয়া হাসিয়া, প্রমোদ মনে॥

কুসুম ভূষণে, কুসুম রতনে,
সাজাই মিলিয়া, সঙ্গিনীগণে।
গাওরে পঞ্চমী, তুলিয়া পঞ্চমে,
মাতুক ভুবন মধুর তানে॥

[নৃত্য করিতে করিতে সখীগণের প্রস্থান।

কু। প্রিয়তমে! আর এই নির্জ্জন স্থানে থাক্‌বার আবশ্যক কি? চল আমরাও স্বর্গীয় প্রাসাদে গমন করি।

কুসু। নাথ! তাই চলুন।

(মীণকেতনের প্রবেশ)

মীণ। মহারাজ! আপনার অনুমত্যনুসারে সকল কার্য্যই সমাহিত হ'য়েছে।

কু। আমার আদেশানুযায়িক প্রণয়ীদিগকে চালনা ক'রেছিলে ত?

মীণ। আজ্ঞা হাঁ, তারা যুদ্ধাভিলাষে প্রথমে আমারই অনুসরণ করেছিল।

কু। তার পর?

মীণ। তার পর নিবীড় কুজ্‌ঝটীকা সৃষ্টী করায়, আপনা আপনি কিয়ৎকাল বিচরণ ক'রে, পরিশ্রান্ত হ'য়ে বনমধ্যে নিদ্রা গেছে।

কু। অতি উত্তমই হয়েছে। এইবার তাহারা জাগরিত

হ'য়ে, পরস্পর পরস্পরের ছুচ্ছেদ্য প্রেমশৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে, এবং চিরকালের জন্য পূর্ব্ব অনুরাগ বিস্মৃত হয়ে, উভয়ে, সস্ত্রীক সুখে কালাতিপাতে সক্ষম হবে।

কুসু। নাথ! আপনি কাহাদের সম্মিলনের কথা বল্‌ছেন?

কু। প্রিয়ে! সে সকল কথা এখন থাক্; প্রাসাদে গিয়ে সমস্তই বল্‌ব।

মীণ। মহারাজ! নিদ্রাভঙ্গান্তে আবার তাহারা কলহ কর্‌বে না ত?

কু। না—না, তাহারা সমস্তই বিস্মৃত হয়ে, এই বিবেচনা কর্‌বে, যে আমাদের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটেছিল, সে কেবল

"নিদাঘ নিশীথ স্বপ্ন!!!"

মীণ। তবে আর এস্থানে অবস্থিতি কর্‌বার প্রয়োজন কি?

কু। না, চল যাওয়া যাক্।

[সকলের প্রস্থান।



ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিবীড় কুজ্ঝটীকাময় প্রমোদ বনাভ্যন্তরস্থ পথ।

(একদিকে শরচ্চন্দ্র ও অপর দিকে পূর্ণচন্দ্র নিদ্রিত)

শরৎ। (গাত্রোত্থান করিয়া) একি! আমি নগর পরিত্যাগ ক'রে, পিতৃস্বসা গৃহে যাবার জন্য প্রিয়সি শশীকলা সমভিব্যাহারে এই বন মধ্যে প্রবেশ করলেম,—পথশ্রান্তিতে কাতর হ'য়ে, শৈবালোপরি নিদ্রা গেলেম,—কিন্তু কোথায় সেই শৈবালরাশি? কোথায় সেই অরণ্য? এই নিবীড় কুজ্ঝটীকাময় বন প্রদেশে আমায় কে আন্‌লে? (কিয়ৎক্ষণ পরে) প্রিয়সি শশীকলা কোথা? সে যে আমার পার্শ্বে নিদ্রা গেছ্‌লো; কৈ?—তাইত, আমি কি স্বপ্ন দেখছি?—না,—বোধ হয় শশীকলা আমায় পরীক্ষা কর্‌ছে?—শশিকলে! আর পরীক্ষায় কাজ নাই। তুমি নিশ্চয় জেনো, শরত তোমারই; তোমার পরীক্ষায় শরতের মৃত্যু যন্ত্রনা!!! যদি বৃক্ষান্তরালে লুকিয়ে থাক, বাহির হও; তোমার মুখকমল দেখে, উত্তাপিত চিত্তকে শীতল করি;—আর

না। (ক্ষণেক পরে) ওঃ! হুঃ! বোধ হয় শশীকলাকে মত হারালেম্। শশিকলে! শরতের হৃদয় তমসাবৃত , কোথা গেলে? তুমি যে অকালে রাহুগ্রস্থা হবে, এ যে এর আগোচর! হায়! হায়!! আমাকে খুব প্রবঞ্চনা কর্‌লে? .র বিধাতঃ! তুই আমায় দেবদুর্ল্লভ রত্ন দিয়েও বঞ্চিত কর্‌লি? এ হতভাগ্যকে এত দুঃখ দিয়েও, তোর মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল না? হায়! হায়!! আর এ অসার মরুময় পৃথিবীতে থেকে ফল কি? শশিকলে! দাঁড়াও, যাই; আর এ পাপ পৃথিবীতে থাক্তে চাই না;—শরৎ-শশী অকালে অস্তমিত হ'ক।

(যাইতে অগ্রসর; হঠাৎ কুজ্‌ঝটীকা অন্তর্হিত হওন ও নেপথ্যে কলরব)

(সচকিতে) একি!—হঠাৎ কুজ্‌ঝটীকা অন্তর্হিত হ'ল কেন? এ আবার কি? বনমধ্যে রমণীকণ্ঠ নিসৃত সুস্বর লহরী শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না? তাইত (দেখিয়া) আহা! এমন সুন্দরী স্ত্রীলোক ত কখন দেখি নাই। আহা! কি অপরূপ রূপ।! ইহারা কি উভয়ে কলহ করছে! তাইত, বিধাতঃ! এমন কোমল কুসুমে কীট!!! তুমি কলঙ্কী, তোমার সৃষ্টীই কলঙ্কিত। যাহক্ ইহাদের সম্মুখে আর অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য নয়। এই পার্শ্বে একটু সরে দাঁড়াই। ওঃ! শশিকলে! অভাগাকে চিরকালের জন্য বিষাদ সলিলে নিমগ্ন ক'রে গেলে?—ওঃ!

[দীর্ঘনিশ্বাস ও বৃক্ষান্তরালে গমন।

(নেপথ্যে) আমাকে তিরস্কার করা বৃথা; আমি ঈশ্বর সমক্ষে শপথ ক'রে বলছি, এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানি না।

(নেপথ্যে) শশিকলে! তুমি যে আমাকে এতদিন কপট সখ্যতায় আবদ্ধ ক'রে রেখেছিলে, তা আমি জান্‌তেম না।

(শশীকলা ও ইন্দুমতীর প্রবেশ)

শশী। আমি যদি কখনও তোমায় পরিহাস ক'রে থাকি, বা পরিহাস করবার জন্য কাহারও সহিত মন্ত্রণা ক'রে থাকি,—তা হ'লে যেন আমার কোনকালে, নরকেও স্থান না হয়।

শরৎ। (বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহির হইয়া) প্রিয়তমে! একাকিনী কোথায় চ'লে গেছ্‌লে? আমায় ব'লে যেতে হয়। তোমার সঙ্গে ও কে? প্রিয়সখি ইন্দুমতি? তুমি এ বনে কেন? এখানে কখন এলে? কেন এলে? শশিকলে! ইন্দুমতীর সহিত তোমার বিবাদ? চক্ষে দেখলেও যে বিশ্বাস হয় না। একি সত্য?

ইন্দু। (স্বগতঃ) একি! শরৎ উন্মাদগ্রস্ত হ'ল নাকি?—(প্রকাশ্যে) আমি যে এখানে কার সঙ্গে এসেছি, তা কি আপনি জানেন্ না?

শরৎ। ইন্দু! আমার ত কিছুই স্মরণ হচ্ছে না। তুমি কেন এসেছ?

শশী। সেকি! এতক্ষণ আপনি এই কাণ্ড করলেন। আর এর মধ্যেই সমস্ত বিস্মৃত হলেন্।

শরৎ। (সবিস্ময়ে) শশি! এর মধ্যে আমি কি ক'রেছি?

শশী। যা ক'রেছেন স্মরণ ক'রে দেখুন না?

শরৎ। শশিকলে! কৈ আমার ত কিছুই স্মরণ হচ্ছে না? আমি কি কোন দুষ্কার্য্য ক'রেছি?

শশী। দুষ্কার্য্য নয় কেমন ক'রে! সখা পূর্ণচন্দ্রের অপমান কি দুষ্কার্য্য নয়? প্রিয়সখী ইন্দুমতীর অবমাননা কি দুষ্কার্য্য নয়? ইহা অপেক্ষা দুষ্কার্য্য আবার কি হ'তে পারে? আপনি না বুদ্ধিমান? আপনি না সদ্বিবেচক? ছি! ছি! ছি! আপনার এই কাজ? আপনার জন্য আমি প্রিয়সখী ইন্দুমতীর নিকট চিরকালের জন্য অবিশ্বাসিনী হলেম্।

শরৎ। হায়! হায়!! জগদীশ্বর এ আবার কি? (ইন্দুমতীর প্রতি) ইন্দু! যথার্থই কি তুমি আমার নিকট অবমানিতা হ'য়েছ! এ বিষয় আমার সপ্নের ন্যায় বোধ হচ্ছে। কিন্তু যদি সত্য হয়, আমাকে ক্ষমা কর্‌তে হবে। (হস্তধারণ) অপরিজ্ঞাত অপরাধ মর্জ্জনীয়।

ইন্দু। গত বিষয়ের অনুশোচনায় আর অবশ্যক নাই। (স্বগতঃ) একি! আমিই কি সপ্ন দেখলেম্?—না—তা হ'লে প্রিয়সখী শশীকলা এ কথা বল্‌বে কেন?

শরৎ। ইন্দু! আমার আর একটী অনুরোধ রক্ষা কর্‌তে হবে। তুমি ত আমায় ক্ষমা কর্‌লে, কিন্তু তোমার প্রিয়সখীর বিষয় কি কর্‌লে?—তাকেও ক্ষমা ক'রে তোমরা উভয়ে পুনর্ব্বার সখ্যতা অবলম্বন কর।

ইন্দু। (সহাস্যে) না—আমি আপনাকেই ক্ষমা করলেম্; কিন্তু প্রিয়সখীকে ক্ষমা করা হবে না।

শরৎ। (স্বগতঃ) আমি এমন কোমল মনেও ব্যথা দিয়েছি!! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তোমার যা ইচ্ছা। ইন্দু!

পূর্ণচন্দ্র কোথায়? তার নিকটেও ত আমি বিশেষ অপরাধে অপরাধী। সে কি আমায় ক্ষমা কর্‌বে না? সে কোথায়?

শশী। তিনি'ত আপনার সঙ্গেই ছিলেন।

শরৎ। কৈ আমার ত কিছুই স্মরণ নাই। আচ্ছা, এস সকলে তার অনুসন্ধানে যাই।

শশী। চলুন। (স্বগতঃ) তবে কি আমারই সপ্ন!!!

[সকলের প্রস্থান।

পূর্ণ। (নিদ্রাভঙ্গান্তে) আঃ—আমার কোন কার্য্যই সিদ্ধ হ'ল না। প্রিয়সি ইন্দুমতীকে জন্মের মত হারালেম্; ওঃ! ইন্দু! তুমি কোথায়? এ হতভাগা তোমায় অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে। এ পাপিষ্ঠকে তুমি কেন ভাল বেসে ছিলে? কণ্ঠরত্ন ইন্দু! তুমি কি পরিত্যাগের ধন?—ইন্দু! আর কি তোমায় পাব না; জন্মের মতইকি তোমায় হারালেম্! ওঃ! হঃ! ইন্দু! তুমি বালিকা, তখন বুঝ্‌তে পার নাই, যে পূর্ণেন্দুই রাহুগ্রস্থা হ'য়ে থাকে। ইন্দু! চল আমিও যাই; যদি এ দারুণ হৃদয় যন্ত্রণার কিছুমাত্র উপশম হয়। (প্রস্থানোদ্যত)

(শরৎ-শশী ও ইন্দুমতীর প্রবেশ)

শরৎ। ভ্রাতঃ পূর্ণচন্দ্র! তোমার অসি কি সুধুই কোষে নিবদ্ধ থাক্‌বার জন্য গঠিত হ'য়েছিল? তুমি না একজন প্রকৃত বীর-পুরুষ? তবে তোমার অপমান ক'রে, এ হতভাগা এখনও অক্ষত শরীরে ভ্রমণ কর্‌ছে কেন? না, তোমার পবিত্র অস্ত্র কলঙ্কিত হ'বে ব'লে এ দুরাচারকে হত্যা কর্‌তে কুণ্ঠিত হলে?

পূর্ণ। আর্য্য! দুরাচার কে? দুরাচার ত আমি? আপনি

কি হত্যার পাত্র? আমি আপনার চরণে বিশেষ অপরাধে অপরাধী। আমি আপনার চরণ ধ'রে ক্ষমা প্রার্থনা কচ্ছি, আমাকে মার্জ্জনা করুন (চরণ ধারণ)

শরৎ। (হস্তধারণ করিয়া) ভ্রাতঃ! উঠ, তুমি আমার নিকট অপরাধী নহ; অপরাধী আমি। আমি অকারণ তোমার অবমাননা ক'রেছি, যুদ্ধকালে তোমার প্রতি কত কটুবাক্য প্রয়োগ ক'রেছি; ভাই! সে সকল কথা হৃদয়ে স্থান দিও না, আমায় ক্ষমা কর।

পূর্ণ। সে কি! আপনি কখন আমার অবমাননা কর্‌লেন? কখনই বা আমার সহিত যুদ্ধ করলেন্?

শরৎ। কৈ আমারত কিছুই স্মরণ নাই। শশীকলা ও সখী ইন্দুমতী, এ বিষয় আমায় জ্ঞাত করালে।

পূর্ণ। না—না—একি বিশ্বাসযোগ্য? একি কখন সম্ভব হয়? ভ্রম একজনেরই হ'তে পারে। আমাদের উভয়ের কি ভ্রম হ'ল?

শশী। (স্বগতঃ) তাইত; একি! তবে বোধ হয় আমাদেরই "নিদাঘ নিশীথ স্বপ্ন!!!"

ইন্দু। (স্বগতঃ) তবে কি এ "নিদাঘ নিশীথ স্বপ্ন!!!"

শরৎ। ভ্রাতঃ! আজ আমাদের কি আনন্দের দিন! এই নিবীড় বন, আজ স্বর্ণ প্রাসাদ ব'লে বোধ হচ্ছে।

(নেপথ্যে) ধর, ধর, এই যে, এই যে, এই দিকে শীগ্‌গির—।

শশী। নাথ! একি!—একিসের গোলযোগ?

ইন্দু। তাইত সখি! কি হবে?—কি সর্ব্বনাশ!

শরৎ। ভ্রাতঃ! এ কি? এরা কারা!

পূর্ণ। বোধ হয় দস্যুদল, আমাদের আগমন সংবাদ পেয়ে আক্রমণ করতে আস্‌ছে।

শশী। নাথ! কি হবে? কি ক'রে রক্ষা হবে।

শরৎ। ভ্রাতঃ! তুমি প্রিয়সি শশীকলা ও সখী ইন্দুমতীকে রক্ষা কর। আমি দুষ্টদিগকে উচিত মত প্রতিফল দিচ্ছি। (অসি নিষ্কাষণ)—

[শরতের প্রস্থান।

পূর্ণ। তোমরা নির্ভয়ে থাক, তোমাদের কোন ভয় নাই। আর্য্য এখনই দুর্দ্দান্ত শত্রুদিগকে বধ ক'রে, এই অরণ্য নিষ্কণ্টক কর্‌বেন।

ইন্দু। নাথ! আপনি একটু অগ্রসর হয়ে, সাহায্য করুন।

পূর্ণ। প্রিয়ে! কিছু ভয় নাই, উনি কিছু অশিক্ষিত নন্।

(শরচ্চন্দ্রের প্রবেশ)

শরৎ। ভ্রাতঃ! তারা বনের অপর প্রান্ত দিয়া চ'লে গেল।

পূর্ণ। বোধ হয় আমাদিগকে স্পষ্ট দেখ্‌তে পায় নাই।

শরৎ। ভাই! আর এ নির্জ্জন বনে অবস্থিতি ক'রে কি হবে?

পূর্ণ। কোথায় যাবেন?

শরৎ। তুমি এক্ষণে সখী ইন্দুমতীকে লইয়া নগরে যাও; আমরা আমাদের পূর্ব্বাভিলষিত প্রদেশে গমন করি; আবার অচিরাৎ তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ হবে।

পূর্ণ। আপনিও রাজ্যে চলুন না কেন?

শরৎ। ভাই! রাত্রিযোগে শশীকে লয়ে গোপনে পলায়ন ক'রেছি, ইতিমধ্যে রাজ্যে যাওয়া কি যুক্তি সিদ্ধ?

পূর্ণ। আর্য্য! এই নরাধমের জন্যই ত এত দুর্ঘটনা; এক্ষণে আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে, রাজ্যে চলুন। রাজ্যে এমন কোন নিয়ম নাই যে বলপূর্ব্বক কাহারও পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

শরৎ। তবে চল যাওয়া যাক্। শরচ্চন্দ্র কখনই প্রাণের আশঙ্কা করে না;—তবে কেবল শশীকলার জন্য ভাবিত হৈত নয়? গুরুগঞ্জনায় পাছে শশীর মনে ব্যাথা লাগে।

পূর্ণ। আপনি জীবিত থাক্তে, আপনার অনুগত পূর্ণচন্দ্র জীবিত থাক্তে, শশীকলার কোন বিপদ হবে না।

(নেপথ্যে) এই দিকে, এই দিকে, পেয়েছি, শীঘ্র আয়। এই যে, এই যে;——(চারিদিকে পদ শব্দ)

শশী। (সরোদনে) হৃদয়েশ্বর! কি হবে?—আর রক্ষা নাই। ঐ যে, ঐযে; সখি কি হবে?

শরৎ। ভয় কি প্রিয়ে? কিছু ভয় নাই, তুমি ভ্রাতঃ পূর্ণচন্দ্রের নিকট অবস্থিতি কর। (তরবারি নিষ্কাষণ)

(স্বসৈন্যে বিজয়মোহনের প্রবেশ)

শরৎ। (অসি কোষে নিবদ্ধ করিয়া অধোমুখে অবস্থিতি)

বিজয়। শরৎ! তুমি কি ভেবেছ যে, তুমি নিষ্কৃতি পেলে? পাপিষ্ঠ! তোমার এতদূর সাহস? গোপনে পর কন্যাকে গৃহ বহিষ্কৃতা করতে, তুমি কিছুমাত্র ভীত হ'লে না? দুরাচার! তোমার সাহসকেই ধন্যবাদ দিই। পাপিষ্ঠ! এই ভয়ঙ্কর কার্য্য ক'রে যেন ইহলোকেই নিষ্কৃতি পেলে; পরলোকের বিষয় কি

কিছু ভাব নাই! (শশীকলার প্রতি) দুশ্চারিণী! তুই বা কোন সাহসে এই অপরিচিত যুবকের সহিত রাত্রি কালে পলায়ন করলি? তুই কি মনে ভেবেছিস্ যে, নগর পরিত্যাগ ক'রে, গেলেই রক্ষা পাব? তা একদণ্ডের জন্যও ভাবিস্ না। জল্লাদের অসি তৃষিত চাতকের ন্যায় তোর রক্তপাণ করবার জন্য ঊর্দ্ধমুখে রয়েছে।

শশী। পিত! মার্জ্জনা করুন। আমি মর্তে কাতর কিম্বা ভীত নহি; আর বাস্তবিক প্রাণ রক্ষার জন্য আমি নগর পরিত্যাগ করি নাই। (সরোদনে) পিতঃ! রাজ্যে চলুন;— প্রাণ দণ্ড কি দণ্ড? ইহাপেক্ষা যদি কঠোর দণ্ড থাকে; তাতেও প্রস্তুত। কিন্তু প্রিয়তম শরচ্চন্দ্র নির্দ্দোষী;—এঁকে যেন কটুক্তি;———

পূর্ণ। মহাশয়! আর গোলযোগে প্রয়োজন নাই। আপনার কি অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।

বিজ। আমার অভিপ্রায় রাজসমক্ষেই ব্যক্ত হ'বে।

শরৎ। আপনি শশীকলার পিতা বলেই, এ যাত্রা পরিত্রাণ পেলেন, নচেৎ;—আরও এক কথা, আপনি কি শশীকলার পিতা? আপনি রাক্ষস, নরপিশাচ, আপনার মুখ দর্শন কর্লে, প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়; যে পিতা দুহিতার রক্তপাণ জন্য লালায়িত, শরৎ তাকে পদাঘাত করে; শশীকলার উপর আপনার অধিকার নাই, আপনি নিশ্চয়ই জানবেন, নরপিশাচের মনস্কামনা কখনই পূর্ণ হবে না; শশীর উদ্ধার কর্ত্তা এখনও জীবিত, আপনি এখনই রাজ্যে চলুন, দেখি শরতের প্রতিজ্ঞাই বড়, কি রাজ্যের নিয়মই বড়!

পূর্ণ। আর্য্য চুপ করুন, (বিজয়ের প্রতি) চলুন মহাশয়! আপনি চলুন।

বিজ। তাই চল, সেই খানেই বোঝা যাবে।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম অঙ্ক।



প্রথম গর্ভাঙ্ক।



রজবাটীস্থ সয়ম্বর সভা।

(সুরেন্দ্রমোহন, মন্ত্রী, বিজয়মোহন, সভাসদ, পারিষদ, প্রতিহারী, শরৎ-শশী ও পূর্ণ-ইন্দু)

সু। আজ আমাদের কি আনন্দের দিন! এ প্রকার আনন্দ আমরা কখনও উপভোগ করি নাই। এই সভাস্থল আজ যুগল শশধরে আলোকিত। এই উৎসব কার্য্যে গত বিষয় স্মরণ ক'রে কেহই যেন দুঃখিত না হন্। আপনাদের মধ্যে যে সকল ঘটনা হয়ে গিয়েছে, সে সকল 'নিদাঘ নিশীথস্বপ্ন' ভিন্ন আর কিছুই নয়।

শরৎ। (বিজয়মোহনের চরণে ধরিয়া) পিতঃ! আমি অজ্ঞান, ক্রোধ পরতন্ত্র হ'য়ে, আপনাকে অনেক দুর্ব্বাক্য ব'লেছি, আমায় ক্ষমা করুন।

বিজ। (শরতের হস্ত ধরিয়া) বৎস! গত বিষয় আর চিন্তা করে কাজ নাই। এক্ষণে আমার জীবন সর্ব্বস্ব একমাত্র দুহিতা শশীকলাকে তোমার করে সমর্পণ কর্লেম্, তুমি এর

সহায়। আমাদের মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটেছিল, সে কেবল "নিদাঘ নিশীথ স্বপ্ন" !!!

(মিলন ও নেপথ্যে হুলুধ্বনি)

সুরে। বৎস পূর্ণচন্দ্র! নিরাশ্রয়া ইন্দুর তুমিই এক মাত্র আশ্রয় রইলে, অধিক আর কি বলব (মিলন ও হুলুধ্বনি)

পারি। (স্বগতঃ) আহা, দাম্পত্য প্রণয় কি সুখকর! শশীকলা যেন প্রেম সরসীতে অর্দ্ধ—প্রস্ফুটীত নলিনির ন্যায়, স্বনাথ সম্মিলনে আনন্দে ঢল ঢল কর্‌ছে।

সুরে। এই রাজসভায় যে এক কালে শরৎ-শশী-পূর্ণ-ইন্দু উদিতা হবে, এ আর মনে ছিল না। এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট এই মাত্র, প্রার্থনা যে, ইঁহারা জীবিত থেকে, সকল দিক আলোকিত, ও সকলের হৃদয়ে শীতল কিরণ বর্ষণ করুন।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও গীত)

রাগিণী ছায়ানট—তাল ভরতঙ্গা।

যুগল যুগলরূপ কিবা শোভিল।
রতিপতি কোলে যেন,রতীসতী হাঁসিল॥
প্রেমের সরসী জলে, যুগল নলিনি খেলে,
হেরিয়া উদয় হৃদে, দিনমণি যুগল॥
যুগল জলদ কোলে, যুগল চপলা খেলে,
যুগল যুগলে মিশি, দশ দিশি ভাতিল॥
আজি কিবা সুভদিন, গাওরে মঙ্গল গান.
পোহাইল দুখনিশি, সুখ রবি উদিল॥

সভাসদ্‌গণ। জয় যুগল নবদম্পতীর জয়!

পারিষদ্‌গণ। জয় যুগল নবদম্পতীর জয়!!

সকলে। জয় যুগল নবদম্পতীর জয়!!!

(নেপথ্যে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি)

যবনিকা পতন।